উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ্ ব্যতিত।
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত॥

ইস্‌লাম-বিজয়।

লাজইর, পোঃ ইলিয়টগঞ্জ; জেলা ত্রিপুরা
নিবাসী
মোহাম্মদ ইস্‌হাক প্রণীত
ও
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ইংরেজী ১৯১১ সাল।

ভূমিকা।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতি দর্শনে, ব্যথিত প্রাণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়া হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিলাম। ইহা দ্বারা সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিলেও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

খাদেমুল কওম—

লেখক।

الله اکبر

হাম্‌দ।

পরম দয়ালু দাতা ইলাহির নাম।
সৃজন করিল যিনি জাহান তামাম॥
একা নিরঞ্জন কেহ দেখে না কখন।
সবাকার সাথে থাকে, পালে ত্রিভুবন।
যে কৌশলে যে পদার্থ করিল রচনা।
কাহার শকতি ভবে করিতে বর্ণনা॥
আকাশ জুড়িয়া অই নক্ষত্র সকলে।
হাসিতেছে খল খল যেন গলে মিলে॥
চন্দ্র সূর্য্য দুই বাতি বানায়ে রেখেছে।
জগতের ঘরে ঘরে আলো বিতরিছে॥
রোজ কেয়ামত তক্ এক হালে রবে।
চুল পরিমাণে কম বেশ না হইবে॥
সমুদ্রের জল রাশি শূন্যে উড়াইয়া।
স্বীয় মহিমায় রাখে তথা জমাইয়া॥
বিন্দু বিন্দু করি তায় পুন বর্ষাইয়া।
খাল বিল ঘাট মাঠ দেন ভাসাইয়া॥
নিবিড় কানন মাঝে পাথর ভিতরে।
সরোবর রাখিয়াছে পাক পরোয়ারে॥

বিশুষ্ক পাথর মাঝে পোকার বাসর।
খাইতেছে তর-তাজা ঘাসের শিকড় ॥
আজ যিনি সম্মানের রাজ্য অধিকারী।
দেখ চেয়ে কাল সেই পথের ভিখারী ॥
বিজন বনেতে খোদা নগর বসায়।
নগরে সাগর করে নিজ মহিমায় ॥
চলিয়াছে গাড়ী ঘোড়া যথায় সদায়।
দেখ যেয়ে আজ তথা জাহাজ চালায় ॥
কোন্ দেশে ছিলে তুমি আসিলে কোথায়।
ক্ষণকাল পরে হায় যাইবে কোথায় ॥
কোথা হ'তে ঘুম আসে জাগহে কেমনে।
উঠা বসা শোয়া খাওয়া করহে কেমনে ॥
কোথা হ'তে মন আসে বুঝহে কেমনে।
কোথা হ'তে কথা আসে লিখ বা কেমনে ॥
এক কথা শুনা মাত্র গোশ্বায় দাঁড়াও।
আর এক কথা শুনে সেলাম জানাও ॥
কাকের কর্কশ ডাকে মন জ্বলে যায়।
কোকিলের মধু স্বরে পরাণ জুড়ায় ॥
এলাহির ভেদ যদি তালাস করিবে।
কণা মাত্র আজীবন খুজে না পাইবে ॥
পারস্যের মহাকবি সিরাজী সুজন।
বোস্তান কেতাবে লিখে এমত বচন ॥

درین ورطه کشتی فروشد هزار –
که پیدا نشد تختهٔ بـر کنار –

দরিঁ অর্তাহ্‌ কাশ্‌তি ফরো শোদ হাজার।
কে পায়দা নাশোদ তখ্‌তায়ে বর কানার॥

অর্থাৎ—ভেদ সমুদ্রেতে তরী ডুবিল হাজার।
ধারণার এক তক্তা ভাসিল না আর॥

ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র আমি নির্ব্বোধ অধম।
বিভুগুণ লিখিবারে না হই সক্ষম॥
সাগরের বারি যদি ছেয়াহি হইত।
বৃক্ষ তরু লতা যদি কলম হইত॥
খগোল ভূগোল সব কাগজ হইলে।
ফেরেশ্‌তা ইনছান জিন সকলে লিখিলে॥
হইবে না ক্ষুদ্র এক ঘাসের রচনা।
কিসেতে লিখিব আমি প্রভু গুণপণা?
মহাত্মা নেজামী যিনি কবিতার খনি।
সেকান্দর নামায় লিখে এই মত বাণী॥

نیایـد بجـز ما نظـر کردني –
دگر خفتنـي باز یا خوردنـي –

নেয়ায়াদ্‌ বজুয্‌মা নজর কারদানী।
দিগার খোফ্‌তানী বায্‌ ইয়া খোর্দ্দানী॥

অর্থাৎ—না জানি আমরা শুধু দেখা ভিন্ন আর।
এক শোয়া আর খাওয়া এই তক সার॥
অশেষ শোকর সেই পাক নিরঞ্জনে।
উত্তম করেন যিনি মানব সন্তানে॥
আর ধন্য যিনি দান করেন ইস্‌লাম।
যেই ধর্ম্ম আনিলেন হজরত আদম॥
অনন্ত প্রণতি মোর সেই পাক জাতে।
দাখিল করিল শেষ নবির উম্মতে॥

ওহে বন্ধুগণ, লাগাইয়া মন,
পড সবে ছল্লে আলা।
করহে জপন, ভু'ল না কখন,
পড় সবে সল্লে আলা॥
যেই নাম জোরে, কত নবিবরে,
হরিলেন শত জ্বালা।
চাও যদি হাসি, পাপ তাপ নাশি,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
যে পদ ধুলায়, মরি হায় হায়,
অন্ধ সব চক্ষু ওয়ালা।
সুপথ দেখিতে থাকে যদি চিতে,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
যেই নবিবর, কাফেরের শর,
অকাতরে সহিলেন।

সে চরণ তলে, থাকিবার হ'লে,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
সারা রাতি কাজ, পড়েন নমাজ,
তোমার আমার তরে।
সে দয়ার পাও, ছাড়ি কোথা যাও,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
যেই মদিনায়, ডাকেন রওজায়,
উম্মতি উম্মতি রবে।
সেই প্রাণনাথ, ভুলিও না ভ্রাত,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
সুখ শয্যা ছাড়ি, ত্যজি ঘর বাড়ী,
কান্দেন পাহাড়ে যেয়ে।
মস্তফা কেমন, বুঝিলে এখন,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
পাথর বুকেতে, কোরাণ করেতে,
তবে যে ইস্‌লাম জারি।
ওহে বন্ধুগণ, ধর সে চরণ,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
কাফন ভিতরে, যাঁর মুখ নড়ে,
ইয়া রব্বি উম্মতি বলি।
সে বিপদ বন্ধু, তরাবেন সিন্ধু,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥

ওফাত যাতনা, ভুলি জাহাঁপনা,
কান্দেন উম্মত হেতু।
ভুলিও না আর, স্মর অনিবার,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
মোদেরি কারণ, ইমাম হাসন,
বিষানলে দহিলেন।
মোরা কোন্ প্রাণে, রহিব শয়নে,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
ফোরাতের তীরে, কারবালা প্রান্তরে,
যে জুলমাত ঘটেছিল।
সে হোসেন তারা, উম্মত কাফারা,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
যায় প্রাণ যায়, ডাকে শিশু মায়,
পিপাসায় ফাটে ছাতি।
আহা শিশু দলে, গেল তীর তলে,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
ওহে নর নারী জাগ ত্বরা করি,
আপন সন্তান লয়ে।
মন প্রাণ সঁপি, নবি নাম জপি,
পড় সবে ছল্লে আলা॥
যথায় যে বেশে, থাকহ যে দেশে,
সদা মনে রাখ গেঁথে।

হারাইলে এথা, পাইবে না তথা,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
পাখীরা সকলে, দিবা নিশি কালে,
নবি নাম উচ্চারিছে।
মানব হইয়া, কেনরে শুইয়া?
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
যে নবির প্রাণ, করিলেন দান,
ধর সে প্রেমের পায়।
সে পদ ছাড়িলে, দহিবে অনলে,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥
আমি অভাগার, পাপের পাহাড়,
শিরেতে রয়েছে চেপে।
ওরে পাপ মন, ধর সে চরণ,
পড় সবে ছল্লে আলা ॥

সূচনা।

ছালাম আলায়কুম জানাই কাতরে।
আশীর্ব্বাদ করিবেন মোছলেম, দীনেরে॥
অযথা সময় কাটে বঙ্গবাসী গণ।
সময় অমূল্য বলি ভাবেনা কখন॥
কত শত মিথ্যা গল্প রঙ্গ রস বই।
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখ চেয়ে অই॥
ঘরেতে মাঠেতে আর বিবাহের বাড়ী।
শিশু যুবা আর যার পাকিয়াছে দাড়ি॥
আপন কর্ত্তব্য কাজ ভুলিয়া যাইয়া।
বিফল কাহিনী পরে জীবন নাশিয়া॥
তা দেখিয়া বন্ধুগণ বলে মোর প্রতি।
সরল বাঙ্গলায় এক লিখিবারে পুথি॥
হিত উপদেশ পেয়ে বঙ্গ মুসলমান।
লভিবে নিশ্চয় ভাবী উন্নতি সোপান॥
তা শুনিয়া মনে অতি হইল বাসনা।
সংসার হইতে গেলে না রবে নিশানা॥
এক হেকিমের কথা পড়িল মনেতে।
কি মধুর রচিলেন ফারসী গ্রন্থেতে॥

نوشته بماند سیاه بر سفید —
نویسنده را نیست فردا امید —

নাবেস্তাহ্‌ বেমানাদ্‌ ছিয়াবর ছোকেদ্‌।
না বে ছেন্দারা নিস্ত্‌ ফর্‌দা ওমেদ্‌॥

অর্থাৎ—কাগজে কালির লেখা রবে বর্ত্তমান।
লেখক সংসার হ'তে করিবে প্রস্থান॥
বিদায় হইব যদি জাহান হইতে।
অতএব মনে আশা পুস্তিকা রচিতে॥
যত কাল রবে পুথি মমিনের ঘরে।
নিশ্চয় করিবে দোওয়া অধমের গোরে॥
কিন্তু আমি দীন হীন অতি নরাধম।
কেমনে লিখিব হাতে লইয়া কলম॥
হাজার হাজার পুথি উপদেশ সার।
একে একে লিখিয়াছে বাকী নাহি আর॥
জামী নামে বহুদর্শী মাওলানা সুজন।
জেলেখা কেতাবে লেখে এমত বচন॥

حریفان بادها خوردند و رفتند —
تہی خمخانہا کردند و رفتند —

হরিফাঁ বাদহা খোর্দ্দান্দ ও রাফ্‌তান্দ।
তেহি খোম্‌খানাহা কারদান্দ ও রাফ্‌তান্দ॥

অর্থাৎ—বন্ধুগণ সুরা পান করি চলিয়াছে।
শরাবের গৃহ সব শূন্য পড়িয়াছে॥
মোসলমান যে অভাবে হ'ল ছারখার।
কোন সুরে শুনাইব সঙ্গীত তাহার॥

নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে
জ্ঞান হারাইয়া তাহা না পারি লিখিতে ॥
শত শত বিদ্যাবান্ সুবিজ্ঞ মহান্।
বঙ্গের অঙ্গেতে আছে স্থির বর্ত্তমান ॥
তাদের সামনে সেই বিরাট কাহিনী।
কোন্ প্রাণে বিবরিব বিহিত না জানি ॥
বালক সদৃশ হই জ্ঞানী সমাজেতে।
তাতে এই কথা আসি পড়িল মনেতে ॥
দেখিয়াছি বালকেরা গদ গদ স্বরে।
থেকে থেকে মনোভাব প্রকাশিত করে ॥
অর্থ মত কথা মুখে আসে না যখন।
বলিবারে চায় যাহা পারে না তখন ॥
কিন্তু তার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন।
সহজে বুঝিয়া লন তাহার বচন ॥
ভা বলিতে ভাত বুঝে পা বলিতে পানি ॥
দা বলিতে দাদা বুঝে না বলিতে নানী ॥
এরূপ অস্ফুট ভাষা শুনে বাপ মায়।
আহ্লাদে মাতিয়া শিশু লাগায় গলায় ॥
সেরূপ বালক আমি জানিবেন সবে।
এই অবোধের কথা শুনিলে কি হবে ॥
ব্যথা যদি দেই আমি সঠিক আগুণ।
ক্ষমা করিবেন দীনে বিতরিয়া গুণ ॥

প্রথম অধ্যায়।

—o—
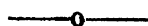
বর্ত্তমান মুসলমানের দুরবস্থা।

বঙ্গবাসী মুসলমান, ছেড়ে দিয়ে অভিমান,
চক্ষু তুলে দেখরে চাহিয়া।
দেখ চেয়ে হিন্দুয়ান, আর সভ্য খ্রীষ্টিয়ান,
গেছে তারা কোথায় উঠিয়া॥
হায়রে তোদের সাথে, মিশেনারে কোন জাতে,
ঘৃণায় করে না আলাপন॥
শেখা বেটা নাড়া মাথা, না জানে কহিতে কথা,
ডাকে সদা অধম যবন॥
হাড়ি চাড়ালের জল, ছুঁইলে মোসলেম দল,
অমনি নাপাক হ'ল হায়॥
কুকুর পাকের ঘরে, প্রবেশ করিলে পরে,
তাহাতেও অনিষ্ট না হয়॥
হিন্দুর জলের কলে, মোস্লেমের ছায়া প'লে,
রাম রাম বলি ফেলে দেয়।
কুকুর লইয়া কোলে, খায় হুকা কুতুহলে,
তথাপিও ক্ষতি নাহি হয়॥
হালওয়াই দোকানে যেয়ে, হিন্দুর মিঠাই নিয়ে,
দাও তার উচিত কিম্মত।

দোকানের দূরে রেখে, মিঠাই ফেলিয়া তোকে,
দেয় দেখ করিয়া লান্নত ॥
জল্লাদ মেথর ডোম, রয়েছে দোকানে ধুম,
আর কত কুকুর নাপাক।
তাতে নাই শুন শান, কেবল মোসলমান,
ছোঁয়া মাত্র হইল নাপাক ॥
বিজাতির গায়ে কোট, পায়েতে বিলাতী বুট,
ফুলতৈল মাখিয়া মাথায়।
হাতে মনোহর ছড়ি, বুকে ঝুলাইয়ে ঘড়ি,
কত রঙ্গে ভারতে বেড়ায় ॥
হিন্দু খ্রীষ্টানের নারী, পড়িয়া মোহন শাড়ী,
মন মত গহনা লইয়া।
সুগন্ধি মাথায় রাখি, আল্‌তা পায়েতে মাখি,
গৃহে শোভে দেবতা জিনিয়া ॥
সূর্য্যের উত্তাপ হায়, লাগে না গোলাবি পায়,
বৃষ্টিতে ভিজেনা ভদ্রগণ।
পাইয়ে ভবের সুখ, ভুলেছে অশেষ দুঃখ,
দেখরে কি নির্ম্মল বদন।
দেখে তা সবার মুখ, জুড়াইয়া যায় বুক,
দেহ খানা যেন তাজা ফুল ॥
ভারতের রস তশ, খাইয়া করেছে শেষ,
ধন্য ধন্য ধন্য হিন্দুকুল।

ইস্‌লাম-বিজয়।

দেখ চেয়ে মুসলমান, গাম্‌ছা করি পরিধান,
. ফরজ ছাড়িয়া দিল হায়!
দিবা নিশি পেরেশান, খাটিতেছে দিয়া প্রাণ,
পড়িছে মাথার ঘাম পায়॥
তথাপি পেটের দায়, কান্দে দারা পুত্র মায়,
ঘরে তার সদা হাহাকার।
কাপড় পরিতে নাই, আশায় পড়েছে ছাই,
হায় কত সহে দুঃখ ভার॥
ঋণের দায়েতে পড়ি, ছাড়িয়াছে ঘর বাড়ী,
ঘুঘু পাখী চড়িছে ভিটায়।
গলায় কলঙ্ক ঝোলা, ঘুরিছে দিনের বেলা,
নিশি কালে গাছের তলায়॥
ভারতের মুসলমান, দেখ হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান,
তুলনা করিয়া নিজ দেলে।
যশের পতাকা লয়ে, উড়িছে আকাশে ধেয়ে,
মুসলমান ডুবিছে পাতাল॥

বেড়াইয়া দেখ ভাই জেলায় জেলায়।
প্রিয়তম মুসলমান কয়েদ খানায়॥
পুলিশের লাথি ঘুসি খায় সদা হাল।
হাতে পায়ে বেড়ী লয়ে কাটিতেছে কাল

ঘানি টানিতেছে কেহ মাটী কাটিতেছে।
কাটিতেছে কেহ ইট কেহ পুড়িতেছে॥
কাঠ কাটিতেছে কেহ কেহ বোঝা বয়।
কাঁধে করি পানি নিয়া বাগানে ছিটায়॥
লাচার হইয়া যদি দম নিতে চায়।
কাঁপাইয়া তোলে তবে রুলের গুঁতায়॥
মনে যাহা চায় তাহা খাইতে না পায়।
না পারে করিতে তারা নামাজ আদায়॥
কয়েদীর দুর্গতি দেখিবার তরে।
গিয়েছি কয়েকবার জেলের ভিতরে॥
বেড়াইয়া দেখিয়াছি, সকলে স্বাধীন।
আমার মোস্লেম ভাই শুধু পরাধীন॥
দিবা নিশি কাঁদিয়া হা ভাসায়েছে বুক।
ঘরে পরে শিশু মায় সহে কত দুঃখ॥
মাম্‌লার শ্রাদ্ধেতে লুটাইছে ঘর বাড়ী।
জঠর জ্বালায় শিশু করে গড়াগড়ি॥
এই কথা এই খানে রহিল পড়িয়া।
হিন্দু খ্রীষ্টানের কথা শুন মন দিয়া।
কত শত মহারাজাধিরাজ ভারতে।
জমিদার ব্যবসায়ী শিল্পিরা শিল্পেতে।
দোতালা তেতালা ঘরে হিন্দু মহাশয়।
জজ কালেক্টর কেহ ডিপ্‌টী মহোদয়॥

মুনসেফ উকীল কেহ কেহ ব্যারিষ্টার।
নাজির পেস্কার কেহ কেহবা মোক্তার ॥
কাচারির টাইম যবে হইয়া আসিল।
মোসলমান গাড়োয়ান গাড়ী চালাইল ॥
সাহেবী ধরণে বাবু কাচারিতে যান।
পাছে পাছে চাপরাশি, সেটী মোসলমান ॥
প্রফুল্ল বদনে তারা এজলাস উপর।
সাহেবী ধরণে বসে করিছে বিচার ॥
আসামী ও ফরিয়াদী হায় মোসলমান !
কর যোড়ে দাঁড়াইয়া আছে ম্রিয়মান ॥
হাজার হাজার টাকা মাসিক বেতন।
পাইতেছে চাকুরীতে দেখ হিন্দুগণ ॥
দেশে কবিরাজ আর ডাক্তার প্রধান।
দেখ চেয়ে ঘরে ঘরে হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান ॥
খুলিয়া ডাক্তারখানা বসিয়া তথায়।
করেছে তাহারা সবে উন্নতি উপায় ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানেতে আর সাহিত্য দর্শনে।
উঠিয়াছে দেখ অই উন্নতি সোপানে ॥
ইজার চাপকান চোগা করি পরিধান।
ভারত করেছে শোভা হিন্দুর সন্তান ॥
গোলামী পোষাক পরি ভাই মোসলমান।
সংসার জীবন কাটে দাসের সমান ॥

বঙ্গদেশ ভ্রমিয়াছি করিয়া যতন।
লেংটী সার পাইয়াছি মোসলেম গণ ॥
তেয়াগিয়া লোক লাজ ইজ্জত ভরম।
পশুর স্বভাব হ'তে অধিক অধম।
বঙ্গের উত্তর অংশে কতেক জেলায়।
খোলা গায় লেঙটী পরি অনেকে বেড়ায় ॥
তা দেখিয়া চক্ষু জলে ভাসায়েছি বুক।
রয়েছে অন্তরে পশি মোস্‌লেমের দুঃখ ॥
রেল জাহাজের ঘাটে করেছি খেয়াল।
দেখিয়াছি মোসলমান কুলি পালে পাল ॥
বাবুদের সরঞ্জাম লইয়া মাথায়।
যতনে পৌঁছায় নিয়া বাসায় বাসায় ॥
পাড়াগাঁয়ে যেয়ে দেখ অথবা শহরে।
হতভাগা মোসলমান ফিরে দ্বারে দ্বারে ॥
দরিদ্র ফকির আর মিস্কিন হাজার।
মওলানা মৌলবী মুন্‌শী কে করে সুমার ॥
লইয়া কলঙ্ক ঝোলা আপন গলায়।
পথের ভিখারী সাজি নামিছে ভিক্ষায় ॥
পাল্‌কী ও বজরায় তারা ফিরে দলে দলে
ভিক্ষার ঘৃণিত পেশা ধরেছে সকলে ॥
মোসলমান হয় বুঝি এতই অধম।
তা দেখিয়া মহানলে দহিছে মরম ॥

নিশি কালে শান্ত মনে গৃহ পরিজন।
মায়ে ছায়ে সমানন্দে করিছে শয়ন॥
অকস্মাৎ অগ্নিশিখা উঠিল গর্জ্জিয়া।
মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ী দিল জ্বালাইয়া॥
বাপ দাদা কিম্বা নিজে করিল কামাই।
জীবনের ধন মাল সব হ'ল ছাই॥
কে করিল ঘর বাড়ী আমার উজাড়।
ভিটায় পড়িয়া মিঞা করে হাহাকার॥
অধম ইস্‌হাক বলে রে দুঃখিত প্রাণ।
এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে মোসলমান॥
পাষাণে গঠিত নহে বিজাতির প্রাণ।
কান্দাবে না বাড়ী পুড়ে বিনা মোসলমান॥
অই দেখ কার দেহ ভূমিতে গড়ায়।
ছিন্ন মাথা রক্তস্রোতে ভাসিতেছে হায়!
সীমানা লইয়া জোরে ধরিয়াছে লাঠি।
ভাঙ্গিল গোস্বায় মাতি মস্তকের বাটি॥
পুলিশ আসিবে বলি যখন জানিল।
তেয়াগিয়া বাড়ী ঘর ফেরার হইল॥
চতুর পুলিশ আসি করিল হুলিয়া।
বানরের পিঠা ভাগ করে মন দিয়া॥
বাদী বিবাদীর রক্ত চুষিয়া খাইয়া।
মা বাপের গোরে গেল ছওয়াব ঢালিয়া॥

লুঠিছে পরের ধন সেও মোসলমান।
করিছে নিশিতে চুরি সেও মোসলমান ॥
মিথ্যা সাক্ষী দেয় যেয়ে সেও মোসলমান।
অজ্ঞান বর্ব্বর মূর্খ সেও মোসলমান ॥
অসভ্য লম্পট ভণ্ড সেও মুসলমান।
হিংসুক ইতর দাস সেও মোসলমান ॥
ভাবিলে এসব কথা উথলে তরঙ্গ।
নয়নের স্রোতে হায় ভেসে যায় অঙ্গ ॥
হিন্দুর দেবতা ঘর সুন্দর বাহার।
কত সাজে সাজাইয়া করেছে গোল্‌জার ॥
সারি সারি ঝাড় কত বিস্তর ফানস।
মোম বাতি জ্বেলে রাতি করেছে দিবস ॥
সতত পূজিছে দেবে নোয়াইয়া মাথা।
বিনয়ে পূজিছে সদা না হয় অন্যথা ॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচন।
নগরে বন্দরে যেয়ে কর দরশন ॥
বাঙ্গালার বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া।
খ্রীষ্টানের গির্জ্জা ঘর দেখিয়াছি গিয়া ॥
আহা কত মনোহর সাজে সাজাইয়া।
করিছে যীশুর পূজা মন প্রাণ দিয়া ॥
চারি দিকে পুষ্পবন পেয়ে সমীরণ।
মোহিত করিছে দেখ খ্রীষ্টানের মন ॥

গির্জ্জায় বসিলে যেয়ে শরীর জুড়ায়।
ফিরিয়া আসিতে মন কখন না চায়॥
বিচার করিয়া দেখ ভাই বন্ধুগণ।
জুম্মার ঘরের প্রতি তুলিয়া নয়ন॥
বেড়া টাটি একে একে পড়িছে খসিয়া।
উড়িছে ছাউনী ঘর গিয়েছে ভিজিয়া॥
ছিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে সকল বিছান।
সাত দিন পরে মাত্র জুম্মায় আজান॥
মোরগ ছাগের মল খোদার খানায়।
শৃগাল কুকুর ফিরে তথা হায় হায়!!
হায় হায় মুসলমান হৃদয়ের ভাই।
অবিচারী তব সম ভবে কেহ নাই॥

লিখকের উচ্ছ্বাস।

সত্য কিরে মুসলমান কয়েদির জাতি।
সত্যই কি মুসলমান গোলামের জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান তস্করের জাতি।
সত্যই কি মুসলমান ডাকাতের জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান খালাসীর জাতি।
সত্যই কি মুসলমান খানসামার জাতি॥

সত্য কিরে মুসলমান অপবিত্র জাতি।
সত্যই কি মুসলমান দুরাচার জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান পাষণ্ডের জাতি।
সত্যই কি মুসলমান পাপাত্মার জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান বিধর্ম্মীর জাতি।
সত্যই কি মুসলমান লম্পটের জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান নরাধম জাতি।
সত্যই কি মুসলমান কাপুরুষ জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান হিংস্থকের জাতি।
সত্যই কি মুসলমান মিথ্যুকের জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান দরিদ্রের জাতি।
সত্যই কি মুসলমান ভিক্ষুকের জাতি॥
সত্য কিরে মুসলমান অশিক্ষিত জাতি।
সত্যই কি মুসলমান অনভিজ্ঞ জাতি॥
এস ভাই বঙ্গবাসী দেখি একবার।
সত্য মিথ্যা ভাল মন্দ করিয়া বিচার॥
সত্য মুসলমান যদি দোষে দোষী হয়।
হেন কলঙ্কিত জাতি ছাড়িব নিশ্চয়॥
নানা জাতি কেন করে মোদেরি লাঞ্ছনা।
সহেনা তাড়না প্রাণে সহেনা গঞ্জনা॥
অন্য জাতে মিশে যদি ঘুচিবে জঞ্জাল।
চির শান্তি পাব যদি ইহ পরকাল॥

তবে কেন আর মোরা রব মোসলমান।
হব মোরা বৌদ্ধ কিম্বা হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান॥
তাহাদের সাথে মোরা সুসভ্য হইয়া।
যশের পতাকা দিব আকাশে তুলিয়া॥
মুসলমান নাম আর মুখে না আনিব।
মনোগত জ্বালা যত সকলি ভুলিব॥
তাই বলি বঙ্গবাসী চল এক বার।
সত্যাসত্য হিতাহিত করিব বিচার।
ইস্‌লাম ধর্ম্মের দোষ গুণ বিচারিয়া।
দেখাইব তোমাদেরে বিশেষ করিয়া।

২য় অধ্যায়।

—০—

মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সলঃ) ও তৎ প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম।

শোভিছে আকাশে তারা যাঁহার কারণে।
উদিছে প্রচণ্ড রবি যাঁহার কারণে॥
ফুটিছে কাননে কলি যাঁহার কারণে।
প্রভাতে নির্ম্মল বায়ু বহে যে কারণে॥
সমগ্র পৃথিবী পয়দা যাঁহার কারণে।
মানব জমিনে আর ফেরেস্তা আস্মানে॥

সেই মহানূর যদি আবদুল্লা পাইল।
বৃক্ষলতা জীব জন্তু সালাম করিল॥
আবদুল্লা মক্কার ঘরে পৌঁছেন যখন।
অবাক ত্রিশত মূর্ত্তি পাইল জবান॥
পাথরের মূর্ত্তিগণ বলে উচ্চৈস্বরে।
থাকিয়া বিনাশ এথা করো না মোদেরে॥
তোমার ললাটে আজি যে নূর নেহারি।
এই সে হাবিবে খোদা নবি যে আখেরি॥
যাও যাও সরে যাও মোরা জ্বলে যাই।
নাশিবেন প্রকাশিলে মোদের বাদশাই॥
সত্য একেশ্বর বাদ নিশান উড়িয়া।
বাজিবে ইস্‌লামী ডঙ্কা জগত জুড়িয়া॥
এই মতে সেই নূর আমেনা খাতুন।
পাইয়া সুধন্যা বিবি হন আজীবন॥
একে একে ছয় মাস গত হয়ে গেল।
একদা উদর মাঝে আওয়াজ পাইল॥
সভয়ে ডাকেন এক প্রতিবেশিনীরে।
দেখগো ভগিনী এ কি আমার উদরে॥
সহচরী কাণ পাতি শুনিল তখন।
উম্মতি উম্মতি শব্দে করিছে রোদন॥
নিয়মিত কাল আসি যখন পৌছিল।
নরকের সপ্তদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল॥

বেহেস্তের দ্বার যদি দিলেক খুলিয়া।
সৌরভে জগত বাসী উঠিল মাতিয়া॥
নির্ম্মল পবন হর্ষে ছুটিল ধাইয়া।
পুষ্পবনে দিয়া বার্ত্তা হেলিয়া দুলিয়া॥
মহানন্দ উপস্থিত হইল জাহানে।
নিরানন্দ স্থান আর নাহি কোন স্থানে॥
গাভীদল হাম্বা রবে উঠিল ডাকিয়া।
পাখীরা সুতান ধরি ছুটিল গাইয়া॥
পর্ব্বত শিখর ফুল্লে ডাকিছে গর্জ্জিয়া।
আকাশের তারাদল আসিছে ঝুকিয়া॥
সাগরের জল রাশি তরঙ্গ খেলিয়া।
কুল কুল মহারবে ছুটিছে ধাইয়া॥
আকাশ পাতালে উঠে আগমন ধ্বনি।
জীব নির্জীবেরা ডাকে, কাঁপিল মেদিনী॥
জল্‌জলা পড়িল নওঁশেরাওয়াঁর মহলে।
খসিয়া খসিয়া পড়ে কাঙ্গুরা ভূতলে॥
মনুষ্য জিন্নাত আর যত মালায়েকা।
উচ্চারিছে ইয়া নবি সালাম আলাইকা॥
প্রকাশ হ'লেন নবি কিরণ ছড়ায়ে।
আরব গগনে অহো হাসিয়ে হাসিয়ে॥

یا نبی سلام علیک ـ یا رسول سلام علیک ـ
یا حبیب سلام علیک ـ صلوۃ اللہ علیک ـ

ইয়া নবি ছালাম আলায়কা।
ইয়া রাছুল ছালাম আলায়কা॥
ইয়া হাবীব ছালাম আলায়কা।
ছালাওয়া তুল্লা আলায়কা॥

ত্রিপদী।

আহা কি হজরত নবী, কি দিয়া লিখিব খুবি,
কাঁপে হাতে ধরিতে কলম।
সংসারে প্রশংসা যত, আল্লা ছাড়ি আছে তত,
হেন কার নাহিক জনম॥
যখন শৈশব কাল, ছিল না ছেলের চাল,
থাকিতেন সদা এক ধ্যানে।
যাতে পায় লোক ব্যথা, ছিল না তেমন কথা,
শান্ত করিতেন সুবচনে॥
দেখিলে পরের দুঃখ, মলিন হইত মুখ,
অশ্রুধারা বহিত নয়নে।
নিজে না করে ভক্ষণ, করিতেন তাহা দান,
দেখিলে ক্ষুধার্ত্ত দুঃখীজনে॥
মক্কাবাসী হয়ে ঐক্য, বলিয়াছে এই বাক্য,
মোহাম্মদ সম এই ভবে।
দয়ালু সুশীল জন, সত্য ধর্ম্ম-পরায়ণ,
নাহি আছে আর না হইবে॥

এতিম বালক যিনি, এ সৎ স্বভাব তিনি,
পাইলেন কাহার ও কৃপায়।
লোভ মিথ্যা এ জীবনে, পর নারী পর ধনে,
কদাচিত দেখা নাহি যায়॥
দ্বেষ হিংসা দলা দলি, কাম ক্রোধে দিয়া বলি,
যৌবন যাপেন সযতনে।
মনুষ্যেরে পাপ হৈতে, চিরতরে বাঁচাইতে,
কাঁদিতেন বসিয়া নির্জ্জনে॥
জিব্রিল কাসেদ্ হয়ে, আসেন কোরকান লয়ে,
বাদ গতে চল্লিশ বৎসর।
আল্লার বিধান লয়ে, কাফেরের দলে যেয়ে,
কহিলেন পূজ একেশ্বর॥
পাথরের মূর্ত্তিগণ, নহে খোদা কদাচন,
জান রব যে পালে তোমায়।
আহার যোগায় যেই, মারিবে আবার সেই,
পুনরায় বাঁচাবে সবায়॥
লও হে কলেমা এবে, ইমান বাঁচাও সবে,
নহে ত জ্বলিবে হুতাশনে।
শুনিয়া কাফের গণ, পাথরের বরিষণ,
করিল সে গোলাবী বদনে॥
সমগ্র মক্কায় হেন, নাহি রয় এক জন,
সঙ্গী হয়ে দুটী কথা কয়।

পাড়া প্রতিবেশীগণ, তাহারাও অকারণ,
রণে মত্ত হইয়া নিদয় ॥
একাকী সঙ্কট কালে, ভাসে বুক অশ্রু জলে,
মন ক্ষুণ্ণ আছেন চাহিয়া।
হেরিয়া বিপদ রাশি, কাঁদিছে জগত্‌বাসী,
মহা শোকে আকুল হইয়া ॥
সেই ঘড়ি নিরঞ্জন, জিব্রিলে ডাকিয়া কন,
বসিয়াছ কোন্ প্রাণে আর।
যেই মস্তফার দায়, পৃথিবীতে হায় হায়,
কম্পবান আরশ আমার ॥
এখনই যাও যাও, সালাম বলিয়া কও,
মম সেই প্রিয় রসুলেরে।
বলে যদি এই ঘড়ি, কাফের বিনাশ করি,
নরকে পাঠাই চির তরে ॥
আজ্ঞা মাত্র জিব্রাইল, আসি সব জানাইল,
আদি অন্ত করিয়া বিস্তার।
শুনি নবি দয়াবান, জিব্রিলের তরে কন,
তাপিত অন্তরে জার জার ॥
না জেনে নির্ব্বোধ গণ, জ্বালাইল অকারণ,
তাতে যদি যায় নরকেতে।
কাল আমি কারে লয়ে, উম্মতি উম্মতি কয়ে,
সঙ্গে লয়ে যাব হাশরেতে ॥

সত্য ধর্ম্ম প্রচারিতে, আসিয়াছি এ জগতে,
বল যেয়ে প্রভুর হুজুরে।
বিধর্ম্মী বিনাশ হ'লে, কেন মোরে পাঠাইলে,
কি ফল আসিয়া এ সংসারে ॥
মহা পাপ মাফ দিয়ে, সত্য দীনে উঠাইয়ে,
চির শান্তি কর ইহাদেরে।
নহে তব মহানলে, বিনাশ হইবে জ্বলে,
সে চিন্তায় দহিছে আগারে ॥
এই মত বারে বার, কাফেরের অত্যাচার,
সহিয়া সে নবি দয়াবান।
পবিত্র কালাম দিয়া, প্রাণ দিয়ে বুঝাইয়া,
তুলিলেন ইস্‌লাম নিশান।

ভবে বীর জাতি যত ছিল বর্ত্তমান।
তন্মধ্যে আরব বাসী সবার প্রধান ॥
কম্পিত হইত ধরা যাদের হুঙ্কারে।
খসিয়া পড়িত তারা যাদের ঝঙ্কারে ॥
সেই মহা বীর গণ ভুলিয়া খোদায়।
আজীবন কাটাইত পুতুল পূজায় ॥
ভুবন বিজয়ী সেই মহা বীর গণ।
ইসলামের দোষ যদি পাইত তখন ॥
নবিজীর দেহ তারা তীরে বিন্ধাইয়া।

পরমাণু সম দিত শূন্যে উড়াইয়া ॥
কিন্তু অতি সত্য ইস্‌লামের মহাবল।
পরাস্ত করিল যত বিধর্ম্মীর দল ॥
অস্ত্রবল শস্ত্রবল আর বীর বল।
ইস্লাম সম্মুখে হ'ল সকলি বিফল ॥
একদিন এক দল কাফের জুটিয়া।
পরীক্ষা করিতে সব আসিল ছুটিয়া ॥
পাথরের মূর্ত্তিগণ সম্মুখে রাখিয়া।
বলিল হে মোহাম্মদ (দঃ) বল বিবরিয়া
তোমার মাবুদ হয় কোন মহাজন।
কোথায় বসতি তাঁর বল নিদর্শন ॥
সত্য ধর্ম্ম হয় যদি মানিয়া লইব।
তোমার কলেমা মোরা এখনি পড়িব ॥
উত্তর দিলেন নবি অহে ভ্রান্তগণ !
সর্ব্ব ঘটে বাস করে মম নিরঞ্জন ॥
পৃথিবী আকাশ আর তোমায় আমায়।
সৃজন করিল সেই নিজ মহিমায় ॥
শুনিয়া বলিল সব কাফের দুর্জ্জন।
প্রত্যয় করিনা মোরা মুখের বচন ॥
ধর্ম্ম-গুরু শেষ নবি করিয়া সত্বর।
বিধর্ম্মী কাফের প্রতি করেন উত্তর ॥
অন্যের সাক্ষীর কোন নাহি প্রয়োজন।

মানিলাম তোমাদের এই মূর্ত্তিগণ ॥
ইহা বলি বিভু নাম করিল স্মরণ।
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি কহেন বচন ॥
সত্য বল মূর্ত্তিগণ আমি কোন জন।
প্রচার করেছি ভবে কাহার বচন ॥
তা শুনিয়া পাথরেরা জবান পাইয়া।
সবার সাক্ষাতে জোরে উঠিল কহিয়া ॥

* اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله *

আশ্‌হাদো আঁল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।
ওয়াশ্‌হাদোআঁন্না মোহাম্মোদার রাছুলুল্লাহ ॥
(অর্থাৎ) উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত।
হজরত মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ॥
শুনিয়া কাফের কত ইমান আনিল।
আর কত যাদুগির বলিয়া চলিল ॥
এই মত তরে তরে মাজেজা দেখিয়া।
ইমান আনিল লোক কলেমা পড়িয়া ॥
ক্রমে ক্রমে বিনা যুদ্ধে মহা বীরগণে।
সাদরে আশ্রয় লয় নবির চরণে ॥
বাজিল ধর্ম্মের ভেরী মহা ভীম রোলে।
ছুটিলেন বীরগণ হৃদয়ের বলে ॥
উড়াইয়া সর্ব্ব দেশে সত্যের নিশান।
আনিলেন ধর্ম্মপথে করে মোসলমান ॥

ইস্‌লামের একতা।

—o—

জগতের যেই খানে যত মোসলমান।
সকলের এক কথা একই বিধান॥
মশরেকে যাইয়া দেখ আল্লাহু আকবর।
মগরেবেতে যেয়ে দেখ আল্লাহু আকবর॥
বাদশার মুখেতে যেই আল্লাহু আকবর।
ভিখারীর মুখে সেই আল্লাহু আকবর॥
পবিত্র মক্কায় যেই আল্লাহু আকবর।
পৃথিবী ব্যাপিয়া সেই আল্লাহু আকবর॥
একই মাসেতে রোজা ইস্‌লাম জগতে।
নামাজ একই দিকে ধর্ম্মের রাজ্যেতে॥
বিচার করিয়া দেখ মনে আপনার।
পৃথিবীতে আছে যত মস্‌জেদ জুম্মার॥
শুক্রবারে দুই প্রহর যখন ঢলিল।
পৃথিবীর সব স্থানে আজান পড়িল॥
একই বিছমিল্লা আর একই সালাম।
এক আল্লাতালা আর একই কালাম॥
এক ছাড়া দুই নাই যার ধরমেতে।
সেই মোসলমান হয়, বিধর্ম্মী কি মতে॥
রহ্‌মতে আলাম যেই আখেরি হজরত।
সেই মোসলমান মোরা তাঁহার উম্মত॥

তবে কেন বিধর্ম্মীরা অন্তর খুলিয়া।
ডাকিছে মোদেরে পাপী নির্দ্দয় বলিয়া॥
নহি কিরে মোরা সেই সত্য মোসলমান।
জগতের দণ্ডধর যেই সোলেমান॥
নহি কিরে মোরা সেই বীর বংশধর।
পৃথিবীর শাহান্‌শাহ্‌ যেই সেকেন্দর॥
যাঁর পদতলে ছিল সারা ভূমণ্ডল।
যাঁহার শাসনে ধরা ছিল টল মল॥
যাঁর আজ্ঞাবহ ছিল জিন দৈত্যগণ।
যাঁর সিংহাসন নিয়া চলিত পবন॥
যেই জাতি লইলেন পাতালের কর।
যাঁর জন্য ঘুরেছিল সেই দিবাকর॥
মোরা সেই মোসলমান বাদশার জাতি।
হেন সাধ্য কার বলে গোলামের জাতি॥
খালাসী, খানসামা আর না হই ইতর।
ভিক্ষুক মিথ্যুক আর না হই তস্কর॥
দরিদ্রের জাতি নই, নহি নরাধম।
লিখিতে সে সব কথা কম্পিত কলম॥
ধর্ম্ম পথ অবহেলে ছাড়ি মোসলমান।
সহিছে বিজাতি কৃত ঘোর অপমান॥
হারাইয়া একে একে ধর্ম্ম রাজ্য ধন।
নীরবে বসিয়া কেন ভাবিছ এখন?

মানুষ বলিয়া আর নও পরিচিত।
কথায় কথায় হও কতই লাঞ্ছিত॥
জীবন থাকিতে হায় জীবন গিয়েছে।
তাই ত বিজাতি সব লইয়া গিয়াছে॥
সময় উচিত এক আসিল মেছাল।
বুঝিয়া লইবে ছাফ করিয়া খেয়াল॥
মৃত এক সিংহ ছিল কোন এক বনে।
হঠাৎ শৃগাল এক পৌঁছিল সেখানে॥
চতুর শৃগাল ভয়ে ছুটিল ধাইয়া।
বহু দূর গিয়া পাছে দেখিল ফিরিয়া॥
সন্দেহ হইল বুঝি গিয়াছে মরিয়া।
পাও পর পাও রাখি পৌঁছিল আসিয়া॥
এক পা বাড়িয়া যায় দুই পা সরিয়া।
নড়িতে গাছের পাতা উঠে চমকিয়া॥
নাকেতে নিশ্বাস টানি অতি সাবধানে।
পৌঁছিল আসিয়া সিংহ পড়িয়া যেখানে।
মরা সিংহ বলি মনে সাহস জন্মিল।
সদর্পে উঠিয়া বুকে চাপিয়া বসিল॥
চতুর শৃগাল করি পেশাব পায়খানা।
পূরাইল আগেকার যতেক বাসনা॥
প্রচণ্ড সিংহের দেহে সব বর্ত্তমান।
জীবন হারায়ে আজি এত অপমান॥

কাঁপিত যাহার ডাকে গভীর কানন।
পলাইত প্রাণ লয়ে যত জীবগণ॥
আজ সেই পশুরাজ কেশরে শুইয়া।
শৃগালের পদতলে রয়েছে পড়িয়া॥
নির্জীব সিংহের ন্যায় মোস্লেম পতিত।
তাই আজ সকলের পায়েতে দলিত॥
যে সব পতাকা ছিল ধূলায় ধূসর।
সে সব উড়িছে আজ মাথার উপর॥
ছয় শত বর্ষ কাল সেই মোসলমান।
একাধারে করিলেন ভারত শাসন॥
দিগ্বিজয়ী নরপাল নাই দিল্লীশ্বর।
মানব কুলের রত্ন সম্রাট্ আক্‌বর॥
সুলতান মহ্‌মুদ নাই, নাই বক্তিয়ার।
নাই রে কেহই আর ঘুম ভাঙ্গিবার॥
কম্পিত যাদের ভয়ে ভারত প্রান্তর।
মোরা সেই মোসলমান কুল বংশধর॥
ভাবিলে অন্তর ফাটে সে সব কাহিনী।
লিখিতে কাঁপিয়া উঠে অজস্র লেখনী॥
সমাজের কর্ণধার আলেম সুজন।
কোথায় রয়েছ পড়ে ঘুমে অচেতন॥
সমাজ দায়িত্ব ভার লইয়া মাথায়।
কোন্ শাস্ত্রে লেখে সুখে শুইতে শয্যায়॥

এই কিরে রাখালের সুবিচার হয়।
ছাড়িতে বাঘের হাতে মেষ দুম্বা চয় ?
কোথা হে সমাজ পতি নবাব রতন।
কোথায় হে মাননীয় জমীদারগণ ॥
কোথায় সৈয়দ শেখ মোগল পাঠান।
কোথায় বণিক কৈ কৃষক সন্তান ॥
সমাজের আশা-তরু কই ছাত্রগণ।
কোথায় হে কর্ম্মচারী কৈ বক্তাগণ ॥
আজি কেন সুবিশাল ভারত কাননে।
প্রলয় গর্জ্জন আর না শুনি শ্রবণে ॥
থাকে যদি প্রাণ তবে উঠরে জাগিয়া।
পূর্ব্বের গৌরব হাতে লওরে তুলিয়া ॥
সাত কোটি মুসলমান ভারত পাথারে।
তোলরে নিশান জয় আল্লাহু হুঙ্কারে ॥
কাঁপিয়া উঠুক আজি দিগদিগন্তর।
পশুক গর্জ্জন সীমা হ'তে সীমান্তর ॥
চলরে চলরে আজি হয়ে এক প্রাণ।
সাদরে লইয়া শিরে পবিত্র কোরাণ ॥
রাজার আশ্রয়ে নিত্য থাকিয়া আশ্রিত।
রাজ ভক্ত হয়ে সদা করে কালাতীত ॥
না ক'রে বিবাদ কোন বিজাতির সনে।
বিনয়ে তুষিবে মন স্বীয় সুবচনে ॥

লণ্ডরে শিক্ষায় রশি যাওরে ছুটিয়া ॥
ভারত সাগরে যাও যাওরে ডুবিয়া ॥
ইস্‌লাম সমাজ-তরী যথায় পতন।
জ্ঞানের বন্ধনে কর যতনে বন্ধন ॥
দাও টান আল্লা রবে একতার হাতে।
ছুটুক গর্জ্জিয়া তরী উন্নতির পথে ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

—০—

উন্নতির উপায়।

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

ত্রিপদী।

অর্থাৎ—

শেষ পয়গম্বর যিনি, বলেন হাদিস তিনি,
মোসলমান যত নারী নর ॥
এলেম শিক্ষার তরে, ফরজ সবার পরে,
তাকিদ করেন বহুতর ॥

اطلب العلم لو كان بالصين

এই হাদিসেতে কন, কর বিদ্যা উপার্জ্জন,
যদ্যপি না পাও স্বদেশেতে ॥
ত্যজি গৃহ পরিজন, কর বিদ্যা অন্বেষণ,
যদিও হয় যাইতে চীনেতে ॥

পুনরায় শেষ কালে, ডাকিয়া উম্মতি দলে,
সব কথা বলি পরে তার।
মন মত করি যত্ন, লইতে বিদ্যার রত্ন,
শতভাবে কন বারে বার॥
যদিও না থাকি ভবে, যত কাল শিক্ষা রবে,
জ্বলিবে ধর্ম্মের বাতি জোরে।
যে দিন শিক্ষার বাতি, নিবিবে, যাইবে জাতি,
ডুবিবে ইস্‌লাম চির তরে॥
হেথায় নকল নেক, পৌঁছিল আসিয়া এক,
লিখিয়া জানাই হে সুজন।
কোন গোরস্থানে এক, দরবেশ পৌঁছিল নেক,
নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ॥
সেই মহা গোরস্থানে, মাতম পৌঁছিল কাণে,
কোন এক কবর হইতে।
এয়ছা জোরে হাহাকার চেঁচাইছে বারে বার,
ব্যথা পায় তাপস মনেতে॥
বিনয়ে আল্লার অলি, আকাশে দুহাত তুলি,
কহেন হে গফুর রহিম।
তোমার বান্দার পরে, বারেক রহম করে,
পানা দেও ছাত্তার আজিম॥
দোওয়া করি সেই অলি, গেলেন রাহেতে চলি,
ভ্রমণ করেন বহু দেশ।

কত কাল পরে ফের, খেয়াল করিয়া ঢের,
গোরস্থানে পৌঁছিলেন শেষ ॥
দেখিলেন যেই গোরে, জ্বলিত আগুণ জোরে,
আজ তথা শান্তির গোলজার।
মহাসুখে শান্ত হয়ে, রয়েছে কবরে শু'য়ে,
দুঃখ তাপ নাহি আছে আর ॥
ভাবিল দরবেশ এই, আমার দোওয়ায় সেই,
গোরাজাবে পাইল নাজাত।
এতেক ভাবিতে বসি, এল্‌হাম পড়িল আসি,
না ভাব দরবেশ এয়ছা বাত ॥
তোমার দোওয়ায় আজ, আসে নাই কোন কাজ,
শুন শুন তাহার কারণ।
যখন সে আসে গোরে, শিশু এক রাখি ঘরে,
অছিয়ত করিল তখন ॥
কিঞ্চিৎ পাইলে জ্ঞান, পাঠাইও সেইক্ষণ,
এই শিশু মক্তব খানায়।
অল্প কত দিন হয়, অজু করি সে তনয়,
হাস্য মুখে মক্তবেতে যায় ॥
প্রথমে ওস্তাদজীরে, সালাম করিয়া পরে,
কালামুল্লা খুলিল বসিয়া।
পড়িয়া আউজুবিল্লা, পরে শিশু বিছমিল্লা,
কাঁচা কণ্ঠে আদর করিয়া ॥

আজি সেই অছিলায়, বাপ তার মুক্তি পায়,
কবরের আজাব হইতে।
চির শান্ত হয়ে এবে, গোরে কাল কাটাইবে,
অবশেষে পৌঁছিবে জান্নাতে॥
মেছাল হইল ইতি, বুঝহে মনুষ্য জাতি,
আল্লার কালাম কিবা ধন।
দরিয়ার পানী যেয়ছা, মল মুত্র ধোয় তেয়ছা,
মহা বাক্য পবিত্র কোরাণ॥
ধুইয়া সকল পাপ, দেহ মন করি ছাফ,
চির শান্ত করিয়া মোদেরে।
অসীম যতন করি, লইয়া স্বর্গের পুরী,
পৌঁছাইয়া দিবে চির তরে॥

কোন এক কাঙ্গালের শুনহে নকল।
সংসারে তাহার কিছু ছিল না সম্বল॥
ঘরে পড়ি স্ত্রী পুত্র আর কন্যাগণ।
অন্ন বস্ত্র অভাবেতে করিত রোদন॥
একদা নিশীথ কালে দেশী এক দানা।
লোকের খবর লিতে হইল রওয়ানা॥
বেড়াইয়ে ছদ্ম বেশে দেখিতে দেখিতে।
পৌঁছিলেন অবশেষে কাঙ্গাল খানাতে॥

দেখিলেন কাঙ্গালের ঘরে হাহাকার।
গড়াগড়ি যাইতেছে হইয়া লাচার॥
মনস্তাপ করি দানা, কাঙ্গালেরে ক'ন।
নিশি কালে তব গৃহে কিসের রোদন॥
বিবরিয়া কহিলেক কাঙ্গাল যখন।
দুঃখ ভাবি কহিলেন হেকিম তখন॥
প্রভাত হইলে যাবে আমার আলয়।
করিব তোমায় দান যাহা কিছু হয়॥
চলিয়া গেলেন দানা, হইল প্রভাত।
ত্বরায় কাঙ্গাল গিয়া করিল সাক্ষাৎ॥
হেকিম সান্ত্বনা করি ক'ন কাঙ্গালেরে।
ছিল তোর বাপ দাদা যখন সংসারে॥
রাজ্য ধন কুল মানে সবার প্রধান।
আজ তুমি সেই বংশে দরিদ্র সন্তান॥
পথের কাঙ্গাল করি, চতুর যাহারা।
রাজ্য ধন কুল মান নিয়েছে তাহারা॥
লও হে কাঙ্গাল ধর লও এই চাবি।
পিতার লোহার এক সিন্দুক পাইবে॥
আজ্ঞা মাত্র চাবি লয়ে বাড়ীতে আসিয়া।
পিতার সিন্দুক খুলি দেখিল চাহিয়া॥
ধনরত্ন বেসুমার যখন পাইল।
আপন নছিব ফিরে আসিয়া পড়িল॥

এই মহা ধন বলে পূর্ব্ব রাজ্য ধন।
আসিয়া পৌঁছিল হাতে সেসব তখন ॥
ওহে প্রিয় বাঙ্গালার মোসলমান গণ।
মেছাল হইল শেষ শুন এইক্ষণ ॥
বিদ্যার অভাবে মোরা হ'য়েছি কাঙ্গাল।
তাই আজি কত দুঃখে কাটিতেছি কাল ॥
বিদ্যা বলে নরগণ সবার প্রধান।
বিদ্যা হীন জন হয় পশুর সমান ॥
বিদ্যা বলে সমুদ্রেতে জাহাজ চালায়।
বিদ্যা বলে রেল পথে 'টেরেণ' দৌড়ায় ॥
বিদ্যা বলে হাওয়া গাড়ী জাহাজ হাওয়ার।
বিদ্যা বলে সাইকেল হ'ল আবিষ্কার ॥
বিদ্যা বলে টেলিগ্রাম হইল সৃজন।
বিদ্যা বলে ব্যোমযান হইল রচন ॥
বিদ্যা বলে ঘড়ি আর বিজ্‌লী গ্যাস বাতি।
যাহার আলোকে দিবা হইয়াছে রাতি ॥
বিদ্যা বলে রাজপাটে মহারাজগণ।
বিদ্যা বলে ধনপতি ব্যবসায়িগণ ॥
বিদ্যা বলে ইংরেজেরা সুসভ্য প্রধান।
বিদ্যা বলে করিছেন ভারত শাসন ॥
বিদ্যা বলে বিচারক বিচার আসনে।
বিদ্যা বলে মান্য গণ্য যেখানে সেখানে ॥

বিদ্যা বলে হিন্দুদের সুখের সংসার।
বিদ্যা হীনে মুসলমান গেল ছারখার॥
হেকিমের অছিলায় কাঙ্গাল যেমন।
পিতার সিন্দুক হ'তে পাইল রতন॥
তেমনি আমার কথা ধর মোসলমান।
বিদ্যা রূপ চারি দিয়ে রক্ষহে সম্মান॥
বিদ্যা বলে দিগ্‌বিজয়ী বাদশার জাতি।
শেরেক নিবারি লভ জগতে সুখ্যাতি॥
সত্য সনাতন আল্লাহু আকবর বলে।
আনিলেন ধর্ম্মপথে বিধর্ম্মীর দলে॥
বিদ্যাবলে দেশে দেশে আব্দাল কুতুব।
দরবেশ গওছ অলি ছালেক মজ্জুব॥
মারেফত রাজ্যে তাঁরা বাদশাই পাইয়া।
খোদার প্রেমেতে প্রাণ দিয়াছে সঁপিয়া॥
বিদ্বান্ অলির গোর যত আছে ভবে।
পৃথিবীর বিজাতিরা মানিতেছে সবে॥
দলে দলে কবরের ধূলা উঠাইয়া।
পাইছে অশেষ ফল অঙ্গেতে মাখিয়া॥
আর কিরে মোদের সেই দিন আছে।
বিদ্যার অভাবে আহা সকলি গিয়াছে॥
এস ভাই এস ভাই ধরি দুই করে।
সত্বর পাঠাও শিশু শিক্ষার মন্দিরে॥

ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া আবার।
বিদ্যার কারণে প্রাণ দাও আপনার॥
কেন করি কা কা রব বাঙ্গালীর দ্বারে।
কত দুঃখ চাপিয়াছে আমার অন্তরে॥
শুনিবে কি আছে যারা ঘুমে অচেতন।
এ দুঃখীর হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন॥
মোস্লেমের ভাবি দুঃখ দেখে না যাহারা।
কিসেতে ইস্‌হাক সঙ্গে কাঁদিবে তাহারা॥
দেখিবে কি মুসলমান ছাড়ি বাড়ী ঘর।
যাইতেছে দলে দলে বনের ভিতর॥
স্নেহের জনম ভূমি ত্যজি দেশ খেশ।
ভাসিয়া নয়ন জলে যায় অবশেষ॥
গারো, কুকী, কোল বাস করিত যথায়।
আজি প্রিয় মোসলমান চলিছে তথায়॥
শৃগাল বানর সঙ্গে করিয়া সমাজ।
মোস্লেম কুলেতে দিবে আহা কত লাজ॥
চাও যদি সসম্মানে থাকিতে স্বদেশ।
শিক্ষার মন্দিরে ত্বরা করহে প্রবেশ॥
কর সদা বালকেরে সুশিক্ষা প্রদান।
নিশ্চয় লভিবে ফিরে উন্নতি সোপান॥

বাল্য শিক্ষার ফলাফল।

ত্রিপদী।

যেমন কাদার জোরে, কুমার পাতিল গড়ে,
মনে যাহা তাহাই গড়ায়।
অথবা সোনার যারা, ছাঁচেতে ঢালিয়া তারা,
কত রূপ জেওর বানায়॥
তেমনি শিশুর মন, শুনহে সুজন গণ,
কাদা সম কোমল অধিক।
যেই দিকে ঘুরাইবে, সেই দিকে চলি যাবে,
বুঝিয়া শিখাও, নহে ধিক্॥
যখন মায়ের কোলে, শিশু সবে কথা বলে,
তখনি যা শিখাবে তাদেরে।
সেই শিক্ষা এ জীবনে, অঙ্কিত হইবে মনে,
কখন না ভুলিবে তাহারে॥
কিন্তু মনে দুঃখ ভারি, বাঙ্গালার নর নারী,
সত্য ছাড়ি পড়িয়া মিথ্যায়।
কান্দিতেই শিশু দলে, অমনি লইয়া কোলে,
নাচাইয়া চন্দ্রকে দেখায়॥
আয় চাঁদ আয় আয়, শিশুর গলায় আয়,
কান্দে বাছা সজল নয়নে॥
রাত্রিতে রাখিয়া গলে, ছাড়িব দিবস হ'লে
কলা চিনি দিব সযতনে॥

তথাপি কান্দিলে ছেলে, অই বাঘ আসে বলে,
দৌড়িয়া লুকায় যেয়ে ঘরে।
ভয়েতে শিশুর মন, কাঁপিতেছে অনুক্ষণ,
ঢাকে অঙ্গ লেপের ভিতরে॥
কুন কুন রব শুনি, বলে মা আমার মণি,
কাঁদিও না হে লক্ষ্মী আমার॥
ঐ দেখ বড় গাছে, ভূত নামি আসিতেছে,
কাঁদ যদি লয়ে হবে পার॥
কেহ বলে ছালা বুড়ি, লয়ে যাবে পীঠে করি,
চুপ চুপ হও বাছা ধন।
নদী পার করে নিবে, আর না আসিতে দিবে,
পাইবে না মায়ের যতন॥
শিশুর কোমল দেলে, প্রথমেই মিথ্যা বোলে,
পরিপূর্ণ হইল যখন।
সেই মিথ্যা কালে কালে, রহিয়া যাইবে দেলে,
মিথ্যায় হরিবে এ জীবন॥
বিচার আলয়ে মিথ্যা, চাকরী ব্যবসায়ে মিথ্যা,
আরো মিথ্যা জেলায় থানায়॥
নগরে বাজারে মিথ্যা, স্বামী পরিবারে মিথ্যা,
মিথ্যা মুখে কথায় কথায়॥
আল্লার কালামে কয়, যাহারা মিথ্যুক হয়,
তাহাদেরে লান্নৎ আমার॥

অপর জা'গায় কয়, সেই জন প্রিয় নয়,
মিথ্যা ছিল সম্বল যাহার॥
ওহে ভ্রাতঃ ভগ্নি গণ, মিথ্যায় শিশুর মন,
সর্ব্বনাশ করিওনা আর।
মিথ্যাকে জেন না ছোট, মিথ্যায় করিবে খাট,
ত'রা কর বলি বারে বার॥
নতুবা হাশর দিনে, জবান ধরিবে টেনে,
আল্লার হুকুমে ফেরেস্তায়।
উল্টাইয়া পৃষ্ঠ পরে, মারিবে পেরেক জোরে,
সে দিনের করহে উপায়॥
দেখ পাক মদিনায়, মরি কিবা শোভা পায়,
যখন কাঁদিয়া উঠে ছেলে।
লোভাইয়া বারে বারে, দরুদ শিখায় তারে,
আহা কত সুমধুর বোলে॥
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد -
وعلى آل سيدنا مولانا محمد -
নাহ'তে দরুদ ক্ষান্ত, শিশুগণ হয়ে শান্ত,
মুছিয়া নয়ন দুই হাতে।
বসিয়া মায়ের কোলে, হাসিয়া হাসিয়া বলে—
দরুদ, মা বহিনের সাথে॥
শিশুরা দরুদ কয়, মোর অনুমান হয়,
সে দরুদ পবনে মিশিয়া।

সমগ্র জগতে গিয়া, রহমত বিছাইয়া,
পৌঁছে পাক রওজায় যাইয়া॥
নবিজী আনন্দ মনে, ক'ন প্রভু সন্নিধানে,
যে কাচাঁ কোমল মুখ দিয়া।
আগার দরুদ পড়ে, তাহার বংশের পরে,
রহমত দে'ও বিছাইয়া॥
মারেফত রাজ্যে যাঁর, আছে পূর্ণ অধিকার,
দেখিবে সে হৃদয় ভরিয়া।
আল্লার আরশ ভাসি, পৌঁছিবে রহম আসি,
চির শান্ত করিবে ধুইয়া॥
ওহে প্রিয় মোসলমান, সেই শিক্ষা ছাড়ি কেন,
মারিছ সন্তান কুশিক্ষায়।
বিষম হাশর দিনে, শেষ বিচারের দিনে,
কি উত্তর দিবে বাপ মায়॥
কেন দাও শিশুদেরে, সোটা হাতে মারি মা'রে,
সে হাসিয়া তোমায় হাসায়।
পৌঁছিলে যৌবন আসি, চুলেতে ধরিবে কসি,
সেই হাসি হরিবে কান্দায়॥
এই কুশিক্ষার ফলে, হাজার হাজার জেলে,
আর কত হইতেছে খুন।
না আছে তাহার সীমা, কে করে তাহার জমা,
বুঝিবে কে সে দুঃখ আগুণ॥

বেচে জোত ঘর বাড়ী, নারীর গহনা সাড়ী,
লুটাইয়া উকিলের পায়।
ঘুস রেশওত দিয়া, মিথ্যা সাক্ষী জুটাইয়া,
হলফ লইয়া সাক্ষ্য দেয়॥
হুকুম হইলে জারি, হাতে পায় দিয়া বেড়ী,
লয়ে যায় কয়েদ খানায়।
মোটা জামা পরাইয়া, কলাগাছ খাওয়াইয়া,
গরুর বদলে তেল চিপায়॥
দেখ যেয়ে আরবেতে, আগা কত হরষিতে,
ছাওয়াল লইয়া বাপ মায়।
আপনি সেলাম করি, যতনে দুহাত ধরি,
অবশেষে মুছাফা শিখায়॥
ভবের আখেরি নবি, বলেন হাদিস খুবি,
যাহারা মিলিয়া হাতে হাতে।
ঝুকাইবে যেই ঘড়ি, পাপ হিংসা যাবে ঝরি,
ধর্ম্মভাব আসিবে মনেতে॥
তাই বলি ভাই এথা, ধর হে দীনের কথা,
মারিতে না শিখাও শিশুরে।
এই বিষময় ফলে, দহিবেক ইহকালে,
শেষে নিবে নরক ভিতরে॥
দেখ যেয়ে ওহে ভাই, বাঙ্গলার সর্ব্ব ঠাঁই,
চুরি বিদ্যা প্রতি ঘরে ঘরে।

শহরে নগরে চুরি, আফিসে থানায় চুরি,
চুরি বিদ্যা গ্রামে ও বাজারে ॥
কায়েত কলমে চুরি, সোনার জেওরে চুরি,
লোকের সাক্ষাতে করি যায়।
বণিক ব্যবসায় চুরি, কৃষক কৃষিতে চুরি,
চুরি বিদ্যা যথায় তথায় ॥
যেই চোর নামী ভারি, করিছে তাহারা চুরি,
দিবা নিশি মহা সাবধানে।
পাইলে তাহায় ধরি, পাঠায় যমের পুরী,
অথবা পৌঁছায় জেল খানে ॥
তস্করের যন্ত্রণায়, বঙ্গদেশে হায় হায়,
নিদ্রা নাহি যারা ধন পতি।
অন্তর কম্পিত ভয়ে, চিন্তায় চিন্তিত হয়ে,
বসিয়া কাটায় সারা রাতি ॥
চুরির তুফান কেন, বহিছে মানবগণ,
সজোরে সমগ্র বঙ্গদেশে।
আর কিছু নয় নয়, চুরির তুফান বয়,
বালকের কুশিক্ষার দোষে ॥
তাহার আসল কথা, জ্বলন্ত অক্ষরে এথা,
লিখিব নিশ্চয় এইক্ষণ।
বহু লোক যেই ঘরে, এক অন্নে বাস করে,
দেখ যেয়ে তাদের ভবন ॥

চতুরা নারীর দল, মাছ মাংস দুধ ফল,
ঠকাইয়া সতীন জালেরে।
বাছিয়া পাতিল হ'তে, সাবধানে গোপনেতে,
খাওয়াইছে নিজের শিশুরে ॥
কেহ বা স্বামিকে নিয়া, আলাহিদা বসাইয়া,
ভাল দ্রব্য যাহা কিছু পায়।
পরের অদৃশ্যে হরি, গোপনেতে দুষ্টা নারী,
মন মত আহার করায় ॥
এই সব দেখে শুনে, পশিল শিশুর মনে,
আহা সেই চুরির খেয়াল।
হইলে যৌবন ভারী, দিবে হাতে পায়ে বেড়ী,
পরকালে ঘটিবে জঞ্জাল ॥
শুন অয়ি নারীগণ, হও সবে শুদ্ধ মন,
নিজ পর না ভাব কাহারে।
নিজর পরের ছেলে, সমানে লইয়া কোলে,
এক খাদ্য দাওগো সবারে ॥
দেখগো আরব বাসী, এক পাত্রে খায় বসি,
পরিচয় থাকে কিবা নাই।
আমরা বাঙ্গালী হ'য়ে, হিংসায় বিভোর হয়ে,
এক পাত্রে বসিতে না চাই ॥
মোমেনের জুটা শাফা, বলেছেন মুস্‌তফা,
যাহারা খাইবে ইচ্ছা করে।

রোগ হ'তে মুক্তি পেয়ে, রবে সদা শান্ত হয়ে,
বলে হীন ইস্‌হাক সাদরে ॥
ওহে ভ্রাতঃ ভগ্নি গণ, চুরিতে শিশুর মন,
বিনাশ কর না আর যাও।
শিশুর কোমল মনে, সৎ শিক্ষা বিতরণে,
উভয় কালেতে সুখী হও ॥

যেই হেতু কাঁপিতেছে অন্তর আমার।
লিখিতে অক্ষম তাহা করিয়া বিস্তার ॥
মলিন বদন আঁখি টল টল জলে।
কাঁদিছে মোস্লেমগণ পড়িয়া ভূতলে ॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই নাই টাকা কড়ি।
জঠোর জ্বালায় পড়ি যায় গড়া গড়ি ॥
প্রত্যুষে উঠিয়া দেখ কম্পিত ইহারা।
যম দূত মহাজন দেখিয়াছে খাড়া ॥
দশ টাকার মহাজন ক্ষণকাল পরে।
শত টাকা দাবি রশি লাগাইল ঘাড়ে ॥
দরিদ্র কৃষক দেখে হিসাব করিয়া।
চক্র বৃদ্ধি সহ শত গিয়াছে পূরিয়া ॥
নিরূপায় চাষা ভ্রাতা বিনীত হইয়া।
মহাজন সম্মুখেতে সন্তান রাখিয়া ॥

কহে ওহে মহাজন অবোধ শিশুরা।
অনাহারে ত্যজিতেছে জীবন ইহারা॥
কোথা হ'তে মহামারী বরষা আসিয়া।
ফসল হালের গরু নিল ভাসাইয়া॥
খোরাকী হালের গরু কিনিতে হইবে।
বৃদ্ধকালে পুত্র বধূ দেখিতে হইবে॥
দিবা রাত্র ছাওয়ালের মাতাজীর মনে।
বাল্য শাদী দেখি সুখী হবে এই সনে॥
অমুক পাড়ায় এক কুলীন মাদ্‌বর।
তাহার দুহিতা এক পূর্ণ শশধর॥
উচিত খরচ দিয়া আনিতে হইবে।
কুলীন বলিয়া দেশে সুখ্যাতি ভাসিবে॥
ধর মহাজন ভাই কি ভাবনা আর।
আশি বিঘা জমি আছে চাষেতে আমার॥
পূর্ব্ব এক শত সঙ্গে আর চারি শত।
পাঁচ শত টাকা নিয়া করি দস্তখত॥
আগামিতে পাট ধান বিক্রয় করিয়া।
সুদের সকল টাকা দিব বুঝাইয়া॥
মহাজন ফাঁক তালে তালি বাজাইয়া।
টাকা দিয়া তমঃসুক লইল লিখিয়া।
টাকা পেয়ে ত্বরা করি খোরাক কিনিল।
হালের বলদ পরে বিবাহ বাঁধিল॥

সুনাম সহিত মিঞা জেয়াফত করে।
যশের ঘোষণা হ'ল প্রতি ঘরে ঘরে॥
তার পর রাত্রি দিন চলিতে লাগিল।
হিসাবের ম্যাদ আসি জুটিয়া পড়িল॥
মহাজন আদালতে নালিশ করিয়া।
নীলামে চাষার জোত লইল কাড়িয়া॥
না উঠিতে মিঞা বিবি মিলনের বেলা।
পরাইয়া দিল গলে কলঙ্কের ঝোলা॥
না হেরিতে কুলীন বধূর মুখে হাসি।
কালের কুটিল ফাঁসে লাগি গেল ফাঁসী॥
না খাইতে কুলশীলা বধূর রন্ধন।
অকালে কালের হাতে হইল বন্ধন॥
ওহে প্রিয় বাঙ্গালার ভ্রাত মোসলমান।
বাল্য বিবাহেতে গেল সমাজের প্রাণ॥
গেলরে সমাজ গেল বাল্য বিবাহেতে।
ডুবিল সমাজ বাল্য বিবাহের স্রোতে॥
বৃষ্টিতে ভিজিয়া রৌদ্রে জ্বলিয়া পুড়িয়া।
মস্তকের ঘাম তারা পায়েতে ফেলিয়া॥
এত কষ্ট উঠাইয়া কৃষক দুর্ভাগা।
ফলময় করিয়াছে যত জমি জা'গা॥
ঐ দেখ মাঠে মাঠে সুন্দর বরণ॥
নানা জাতি শস্য হেরি জুড়ায় নয়ন॥

হে কৃষক যেই শস্য হেরিছ পাথারে।
এই সব যাবে চলি মহাজন ঘরে॥
আর কত কাল ভাই না পেয়ে মজুরী।
করিবে জীবন দিয়ে পরের চাকরী॥
আর এক কথা আসি পড়িল মনেতে।
মিঞা বিবি দুজনার সময় না হ'তে॥
অকালে প্রণয় ডুরি লাগাইয়া গলে।
বিড়ালের ছানা সম জন্মাইল ছেলে॥
মিঞা বিবি উভয়েই না হইতে কুড়ি।
রোগ-সূতিকায় দুই হ'ল বুড়া বুড়ি॥
ইহাদের ছাওয়ালের কি লিখিব আর।
কাস কফে জরা জীর্ণ ধুক ধুক সার॥
মস্তিষ্ক ফুরায়ে গেল অঙ্কুর কালেতে।
বিদ্যার সোপান এরা লভিবে কিসেতে॥
দুর্ব্বল জমিতে যদি মন্দ বীজ ফেল।
কখন কি উপযুক্ত ফলিবে সুফল॥
এই সব দোষে দেশ হইল উজাড়।
নির্জ্জীব দুর্ব্বল কায় সহে দুঃখ ভার॥
বীর কুলে দিতে বাতি কে আছে ভারতে।
কাবুলে ইংলণ্ডে যেয়ে দেখ আরবেতে॥
যাদের বীরত্বে আজি কম্পিত এ ধরা।
রাখিছে যতনে বীর্য্য দেখ না ইহারা॥

সেই হেতু কাবুলের পাঁচ সাত জনে।
তাঁড়াইয়া দেয় বাঙ্গালার শত জনে॥
ওহে ভ্রাতঃ বালকের মুরব্বীর দল।
ওহে প্রিয় ছাত্রদের শিক্ষক সকল॥
নব যুবকের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
হস্ত মৈথুনেতে এরা হ'তেছে নিপাত॥
জানে না ইহারা ইথে কত সাজা আছে।
প্রকৃত উন্নতির পথ হারাইবে পাছে॥
মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হ'লে সকলি দুর্ব্বল।
শিক্ষায় পড়িবে বাধা যাবে রসাতল॥
মনের ধারণা শক্তি চলিয়া যাইবে।
বিবেক চালনা হ'তে বঞ্চিত রহিবে॥
সমাজের আশা-তরু যেই ছাত্রগণ।
বারেক এদের প্রতি তুলিয়া নয়ন॥
এই মহা সংক্রামক মৈথুন হইতে।
উপদেশ দানে চেষ্টা কর বাঁচাইতে॥
শিক্ষার কারণে সদা হও যত্নবান।
নিশ্চয় লভিবে উচ্চ উন্নতি সোপান॥
নামাজ রোজায় রেখে ইহাদের মতি।
শিখাও সকল বিদ্যা হইবে উন্নতি॥
কিন্তু এথা আসি এক পড়িল গোলমাল।
প্রকাশ করিলে তাহা ঘটিবে জঞ্জাল॥

সমাজেতে উচ্চ শিক্ষা পাইল যাহারা।
কাট মোল্লা গালি মোরে দিবেন তাহারা॥
পারস্য তাপস সেই শিরাজীর কথা।
পড়িল মনেতে তবে লিখি যাই হেথা॥
রাজার বিরুদ্ধে এক সত্য কথা বলে।
কারা দণ্ডে যান তিনি এই কথা বলে॥

رسانیدن امر حق طاعت است —
ز زندان نترسم که یک ساعت است —

(অর্থাৎ।) সত্য উপদেশ দানে উপাসনা হয়।
মুহূর্ত্তেক কারাবাসে নাই মম ভয়॥
একথা শুনিবা মাত্র হয়ে রাগান্বিত।
চিরত কারা দণ্ডে তারে করিল দণ্ডিত॥
তদুত্তরে বলিলেন তাপস প্রবর।
শুন অহে প্রজাপাল রাজ্য অধীশ্বর॥

که دنیا همین ساعت بیش نیست —
غم و خرمی پیش درویش نیست —

মুহূর্ত্ত ব্যতীত নহে সংসার জীবন।
দুঃখ সুখ বোধ শূন্য তাপসের মন॥
যদিচ না হই আমি তাপস আকার।
সহিতে পারিব তীব্র ধমক ঝঙ্কার॥
কে আছে হে কয়জন দেখাবে ভারতে।
ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যে নামাজ পড়িতে॥

কয় জনে রাখে রোজা পবিত্র রমজানে।
জুম্মার নামাজ যেয়ে পড়ে কয় জনে॥
সর্ব্বদা হাতেতে ধরা রহিয়াছে ক্ষুর।
ছিলিয়া পবিত্র দাড়ি করিছেন দূর॥
গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে হাকিম হইয়া।
বিচার করেন সত্য এজলাসে বসিয়া॥
নিরপরাধী জনে করিয়া খালাস।
অপরাধী প্রতি দণ্ড ফাঁস কারাবাস॥
নিয়মের অতিক্রম করা নাহি যায়।
অন্যথায় চাকুরিতে হয়েন বিদায়॥
টাকার চাকর হয়ে এতই অধীন।
যেই কাজ করিবার কর রাত্র দিন॥
হায় সেই নিরঞ্জন খালেক মালেক।
কোথায় ফেলেছ আজ্ঞা চিন্ত হে বারেক।
নবিজীর শরিয়ত ছেড়ে অবহেলে।
ফিরেছ সাহেব হ'য়ে মন কুতুহলে॥
জাকাত ফরজ বলে আছে কি হৃদয়ে।
পবিত্র মক্কার কথা গেলে কি ভুলিয়ে॥
কলেমা নামাজ রোজা হজ্জ ও জাকাত।
এই পাঁচে মোসলমান জানিবে নেহাত॥
এই আইন রহিয়াছে পবিত্র কোরাণে।
কি উত্তর দিবে শেষ বিচারের দিনে॥

যেই সরিষায় যায় ভূত পলাইয়া।
সেই সরিষায় ভূত রয়েছে ধরিয়া॥
কত কষ্ট উঠাইয়া শহরে শহরে।
কনফারেন্স্ করিতেছ স্বজাতির তরে॥
আহারে নিদ্রিত জাতি পাইতে উদ্ধার।
জাগ জাগ বলি কত করিছ চীৎকার॥
ভারতের কনফারেন্স্ যেখানে যেদিন।
দেখা যায় উন্নতির ফোয়ারা সেদিন॥
নওয়াব হাকিম আর কত ব্যারিষ্টার।
উকিল মোক্তার কত শত জমিদার॥
সুদূর দুরন্ত পথ করি অতিক্রম।
কনফারেন্স্ কেন্দ্রে সব হন সমাগম॥
কত কত রেগুলেশন পাশ করা গেল।
নমাজ পাশের জন্য আজান পড়িল॥
কাতারে কাতারে সব বাহির হইয়া।
লেমোনেড্ সিগারেটে গেলেন মাতিয়া॥
বরফ শরবত পান উদরে ঢালিয়া।
বেড়াইতে লাগিলেন সাহেব সাজিয়া॥
সভায় ছিলেন যারা ধর্ম্ম-পরায়ণ।
নামাজ পড়েন তাঁরা হয়ে শুদ্ধ মন॥
এই মহা সম্মিলনে হৃদয় যাহার।
গলিল না নামাজের তরে একবার॥

এ সব নেতার দল নামাজী বলিয়া।
কাহার বিশ্বাস হয় বলহে আসিয়া॥
আর কিছু বলিবার চাইনা এখন।
মনোব্যথা দিতে কারে চাইনা কখন॥
এদিকে যে নিরক্ষর মোস্লেম তনয়।
ইংরেজী পড়িলে বলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়॥
কি দিয়া বুঝায়ে দিবে ইহাদের মন।
ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যারা দিতে জানে প্রাণ॥
আজি এই দীনহীন অধম কিঙ্কর।
করিতেছি সকাতরে ইহার উত্তর॥

ত্রিপদী।

শত কাল মোসলমান, ধর্ম্মবলে বলীয়ান,
পারিবে না হইতে আবার।
তত কাল দুঃখ নিশা, পোহাইবে বলে আশা,
করিও না এ জীবনে আর॥
সোনার ভারতবর্ষে, বিপুল প্রতিভা হর্ষে,
পারিবে কি লভিতে আবার।
লভিয়া উন্নতি যশে, শোভিবেক দিক দশে,
হেন আশা জাগে কি হে আর?
আজিও ত ইতিহাসে, পাতায় পাতায় ভাসে,
পূর্ব্বের সে গৌরব কাহিনী।

একছত্র ভূপতিরা, সমগ্র পৃথিবী তাঁরা,
ধর্ম্মবলে শাসেন আপনি ॥
এ সকল সবিস্তার, লিখিয়াছি পরিষ্কার,
এই ক্ষুদ্র পুস্তক ভিতর।
সুশীল পড়িবে বসি, দুঃশীল উড়াবে হাসি,
ব্যথা লাজ শূন্য যে অন্তর ॥
উন্নতির আশা চিতে, থাকে যদি এ ভারতে,
লও শিরে পবিত্র কোরাণ।
হৃদয়ে কলেমা পড়ে, উঠরে উঠরে জোরে,
সপ্তকোটি মোস্লেম সন্তান ॥
ব্যবসায়ী বিচারক, ছাত্রকুল অধ্যাপক,
ধনী ও নবাব জমিদার।
রবে যথা যেই বেশে, কৃষক সহিত মিশে,
পর সবে নামাজ আল্লার ॥
নামাজ সঙ্গের সাথী, নামাজ গোরের বাতি,
পরকালে নামাজই সার।
নামাজ বিপদ বন্ধু, নামাজ তরায়ে সিন্ধু,
পৌঁছাইবে বেহেস্ত মাঝার ॥
তফ্‌সিরে লিখিত আছে, হজরত নবির কাছে,
একদিন আছর সময়।
হজরত আলী শাহা, নামাজ না পরি আহা,
অচেতন আছেন নিদ্রায় ॥

সূরুজ ডুবিয়া যায়, নবিজী ডাকিয়া কয়,
ওহে আলি কত নিদ্রা যাও।
চমকি উঠিয়া হেরে, তপন চলিছে ঘরে,
কাঁপিতেছে মুখে নাহি রাও॥
তা দেখিয়া নবিবর, জিজ্ঞাসেন কি খবর,
কি জুলমত ঘটিল তোমার।
কি ভয়ে বিষাদ এত, কেন কর অশ্রুপাত,
ধৈর্য্য ধরি বল একবার॥
বুকে করাঘাত করে, কহিলেন নবিজীরে,
গেল মোর নামাজ আছর।
হায় সে হাশর দিনে, বারি-তালা সন্নিধানে,
জিজ্ঞাসিলে কি দিব উত্তর॥
আলির অবস্থা হেরি, মুহূর্ত্ত সহিতে নারি,
তুলিয়া নবিজী দুই কর।
করুণ কাতরে কন, অহে মম নিরঞ্জন,
আলিকে বাঁচাও হে সত্বর॥
এই নামাজের তরে, দিবে প্রাণ অকাতরে,
কাঁদাইবে জগত বাসীরে॥
তাই প্রভু দয়াময়, নামাজ যাহাতে হয়,
কর তার উপায় সত্বরে॥
দয়াময় বারি-তালা, উঠায়ে আবার বেলা,
পড়াইল নামাজ আলিরে॥

সে নামাজ কিবা ধন, ভাবছে মোস্লেমগণ,
হেলায় ছেড় না নামাজেরে ॥
ওহে ভাই মোসলমান, ইস্‌লামে সঁপিয়ে প্রাণ,
ছাড় তরী এভব সাগরে।
না রহিবে ভয়ে ভীত, হইয়ে প্রফুল্ল চিত,
হাসিয়া হাসিয়া যাবে তীরে ॥
মন চায় লেখি হেথা, মনের গভীর কথা,
একে একে করিয়া বিস্তার।
শুনিয়া সুবোধ গণ, বুঝিবেন এইক্ষণ,
নিজ প্রাণে করিয়া বিচার ॥
কোন এক শহরেতে, ছিল মহা হরষিতে,
বাদশা এক মহা নামদার।
ছিল কত বালাখানা, লক্ষ লক্ষ সৈন্য সেনা,
গাভী ঘোড়া হাতী বেশুমার ॥
একদিন হরষিতে, পাত্র মিত্র লয়ে সাথে,
যান শাহা ভ্রমিতে বাগান।
একে ত দিবস শেষ, বাগান সাজিল বেশ,
নদী তীরে বহিয়ে পবন ॥
ফুলের বাগান যত, সারি সারি মন মত,
সুগন্ধে মোহিত মনপ্রাণ।
উড়ে উড়ে পাখীদলে, বসে যেয়ে পুষ্প ডালে,
গাইছে আনন্দে গলে গান ॥

তথা শাহা হর্ষ মনে, সহচর নিয়ে সনে,
শত মতে করে আলাপন।
অবশেষে ঠিক হ'ল, শিকারে যাইবে চল,
দিন এক করহে ধারণ॥
শুনি তাহা সঙ্গী দলে, বাদশা তাঁর সঙ্গে মিলে,
তাজিম করিয়া বহুতর।
দিন এক ধার্য্য করি, চলিল বাগান ছাড়ি,
সন্ধ্যাকালে নিজ নিজ ঘর॥
প্রভাত-নামাজ শেষে, খবর হইল দেশে,
যাবে শাহা শিকার করিতে।
শিকারে যাবেন বনে, মাসের ফলানা দিনে,
ঘোষণা হইল শহরেতে॥
সেই শহরেতে এক, ফকির আছিল নেক,
মনে সাধ বাদশা দেখিবার।
জীবনে বাদশার মুখ, দেখিল না এই দুঃখ,
দেল তার সদা বেকারার॥
পাইয়া খবর সেই, মনে মনে ভাবে এই,
সুযোগ পাইব এ সময়।
বাহির হইলে শাহে, দাঁড়াইব সেই রাহে,
দেখে শান্ত করিব হৃদয়॥

পয়ার।

—•—

এই ভাবে কতদিন গেল গুজরিয়া।
শিকার নির্দ্দিষ্ট দিন পৌছিল আসিয়া॥
প্রভাত হইতে ডঙ্কা বাজিতে লাগিল।
নওকর চাকর সব সাজিতে লাগিল॥
এই কথা এইখানে রহিল পড়িয়া।
ফকিরের কথা এবে শুন মন দিয়া॥
যেই পথে যাবে শাহা নিশান উড়িল।
ফকিরের মন আশা তখনি পূরিল॥
বেচারা ফকির আসি লাঠি ভর দিয়া।
রাজপথে এক পার্শ্বে রহে দাঁড়াইয়া॥
প্রথমে মেথর এক ঝাটা হাতে নিয়া।
আসিতেছে ক্রমে ক্রমে রাহা ঝাড়ু দিয়া॥
হঠাৎ ফকিরে সেই দেখিবারে পায়।
জিজ্ঞাসিল এহাঁ তেরা কেয়া কাম হায়॥
বিনয়ে ফকির কহে হে বাবা আমার।
আশা করি আসিয়াছি বাদশা দেখিবার॥
একবার জন্মের তরে দেখিয়া বাদশায়।
সুখে শান্ত হয়ে যাব আপন ডেরায়॥
শুনিয়া ইতর তবে গোস্বায়ে জ্বলিল।
কেয়া বোল্‌তা হায় বলি পিটিতে লাগিল॥

পিটিয়া সড়ক হ'তে দিল তাড়াইয়া।
খাইয়া ঝাটার বাড়ি চলিল কান্দিয়া ॥
তোম্ যেয়ছা আয় বাবা তোম্ যেয়ছা।
কার্ লিয়া তোম্ তেয়ছা তোম্ তেয়ছা ॥
কান্দিয়া ফকির আহা কি কথা বলিল।
নির্দ্দয় মেথর তাহা কাণে না লইল ॥
বহু দূরে যায় মেথর রাহা ঝাড়ু দিয়া।
আবার ফকির রাহে পৌঁছিল আসিয়া ॥
উচিত মেছাল ইহা পড়িল মনেতে।
লিখিয়া জানাই তাহা সবার সাক্ষাতে ॥
نیکوئی بابدان کردن چنا نست -
که بد کردن بجاے نیک مردان -
নেকুই বাবদাঁ কারদান্ চনাঁনাস্ত্।
কে বদ্ কারদান্ বজায়ে নেক মর্‌দাঁ ॥
(অর্থাৎ) কুজনের সাথে ভাল করিলে যেয়ছাই
সুজনের সাথে মন্দ করিলে তেয়ছাই ॥
বাবা ভাই ডাকিলে ও মেথর কমজাত।
ভুলিবে না ভুলিবে না জাতের খাছলাত ॥
রাহেতে ফকির খাড়া বাদশার খাতিরে।
দেখিল জনৈক ফের আসিতেছে ধীরে ॥
হাতে রুল মাথে লাল প্যাগড়ি বান্ধিয়া।
দেখিয়া চলিছে রাহা যতন করিয়া ॥

মনে ভয় যদি পথে থাকে গোলমাল।
বাদশার হুজুরে মহা ঘটিবে জঞ্জাল॥
সিপাহী চলিল রাহা দেখিতে দেখিতে।
অকস্মাৎ বৃদ্ধ এক দেখিল রাহেতে॥
চক্ষু লাল করি আসি বলিল রে মিঞা।
এমন সময় এথা কিসের লাগিয়া॥
ফকির তখন শুনি কাঁপিতে লাগিল।
মেথরের ব্যবহার মনেতে পড়িল॥
করজোরে বলে বাবা দোহাই খোদার।
রাখিয়াছি মনে মাত্র বাদশার দিদার॥
শুনিয়া সিপাহী মর্দ্দ গোস্বায় জ্বলিল।
হাতের রুলের দ্বারা পিটিতে লাগিল॥
শত অপমান করি তাড়াইয়া দিল।
ফকির যাইয়া দূরে কাঁদিয়া কহিল॥
তোম্ যেয়ছা আয় বাবা তোম্ যেয়ছা।
কার্ লিয়া তোম্ তেয়ছা তোম্ তেয়ছা॥
'খবরদার মথ্ আও' বলিয়া চলিল।
ফকিরের কথা কাণে বারেক না নিল॥
যখন চলিয়া গেল সিপাহী দুর্জ্জন।
আশায় ফকির রাহে চলিল তখন॥
এস্তেজারি করি রাহা তাকিয়া চলিল।
দূরেতে শওয়ার এক দেখিতে পাইল॥

তদারক করি রাহা আসিতে লাগিল।
দারোগা বলিয়া সেই চিনিতে পারিল॥
পৌঁছিল আসিয়া সেই ফকির যথায়।
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে কে তুমি এথায়॥
তুমি কি জাননা শাহা এই রাহা দিয়া।
নিশ্চয় এখন যাবে শিকার লাগিয়া॥
বিনয় করিয়া বলে ফকির লাচার।
আসিয়াছি মনে করি বাদশা দেখিবার॥
শুনিয়া দারোগা বাবু উঠিল রাগিয়া।
মুখের কথায় দেন তফাত করিয়া॥
বলেন এখানে যদি আসিবে আবার।
দেখিবে কেমন মজা বাদশা দেখিবার॥
চলেন দারোগা বাবু একথা বলিয়া।
দূরে থেকে বলে ফকির বিনয় করিয়া॥
তোম্ যেয়ছা আয় বাবা তোম্ যেয়ছা।
কার্ লিয়া তোম্ তেয়ছা তোম তেয়ছা॥
একথা শুনিয়া বাবু খেয়াল করিল।
ফকির এমন কথা কিহেতু বলিল॥
এক মনে বলে যেয়ে জিজ্ঞাসিয়ে যাই।
আর একমনে বলে আবশ্যক নাই॥
দারোগা চলিয়া যান আপনার কাজে।
ফকির পৌঁছিল আসি সড়কের মাঝে॥

ক্ষণকাল থাকে সেই রাহা তাকাইয়া।
দেখিল উজির আসে গাড়ী হাঁকাইয়া॥
অকস্মাৎ দেখে এক ফকির বেচারা।
রাস্তার উপরে আছে করজোরে খাড়া॥
সহিসের তরে বলে উজির ডাকিয়া।
অবিলম্বে দাও দাও গাড়ী থামাইয়া॥
যখন থামিল গাড়ী ফকিরের ধারে।
উজির দয়ার সাথে বলেন তাহারে॥
কহ মিঞা কি খাতিরে আসিলে হেথায়।
বলে বাবা আসিয়াছি দেখিতে বাদশায়॥
শুনিয়া উজির কহে ফকিরের তরে।
আদবের সাথে থাক রাস্তার কিনারে॥
এরূপ বলিয়া যেই গাড়ী চালাইল।
ফকির জবান খুলে বলিয়া উঠিল॥
আয় বাবা তোম্ যেয়ছা তোম্ যেয়ছা।
কর্ লিয়া তোম্ তেয়ছা তোম্ তেয়ছা॥
ফকিরের মধু বাণী বুঝিয়া উজির।
গাড়ী থামাইয়া বলে হে মিঞা ফকির॥
আসিবেন এই ঘড়ি বাদশা নামদার।
অবশ্য পাইবে তুমি তাঁহার দিদার॥
উজির গেলেন চলি আপন রাহায়।
এন্তেজারে রহিল সে ফকির তথায়॥

হেনকালে মহাশব্দ হইল তোপের।
ফকির জানিল বাদশা হইল বাহের ॥
দেখিতে দেখিতে দেখে বাদশার গাড়ী।
বাতাস জিনিয়া আসে মহাশব্দ করি ॥
সহিস কোচম্যান দেখে নেহার করিয়া।
গরিব ফকির এক রাহে দাঁড়াইয়া ॥
সর সর বলি হাতে ইঙ্গিত করিল।
অবশেষে মহারবে ডাকিতে লাগিল ॥
যখন দেখিল ডাক শুনেনা সে জন।
গোস্বায় সহিস নামি চলিল তখন ॥
সহিসের ভাব দেখি ফকির লাচার।
মনের ভয়েতে কাঁপে হয়ে বেকরার ॥
মেথর শিপাহীদের পূরবের কথা।
একে একে তাহা সব মনে আছে গাঁথা ॥
এমন সময় শাহা সহিসেরে কয়।
গরিবের প্রতি রাগ উচিত না হয় ॥
হুকুম করেন শাহা গাড়ী থামাইতে।
থামাইয়া দিল গাড়ী সেই সময়েতে ॥
মেহের নজরে শাহা বলেন তখন।
এসেছ এথায় বাবা কিসের কারণ ॥
ফকির বলিল বাবা দেখিতে তোমায়।
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এথায় ॥

বড় সাধ মনে ছিল বাদশা দেখিবার।
পূরিল জীবন ভরে মানস আমার॥
ফকিরের সাথে শাহা করি আলাপন।
তথা হ'তে চলিলেন শিকার কারণ॥
ফকির আনন্দ মনে বলিলেন এয়ছা।
আয় বাবা তোম্ যেয়ছা তোম্ যেয়ছা॥
এই কথা শুনা মাত্র গাড়ী ফিরাইয়া।
ফকির নিকটে শাহা পৌঁছেন আসিয়া॥
গাড়ী হ'তে তাড়াতাড়ি নামি জিজ্ঞাসেন।
কহ বাবা এই কথা বল কি কারণ॥
এই কথার ভেদ যদি না বলিবে তুমি।
কখনও এথা হইতে না যাইব আমি॥
ফকির বাদশার কথা ঠেলিতে নারিয়া।
কান্দিয়া সকল হাল কহে বিবরিয়া॥
দেখ দেখ ওহে বাদ্‌শা যে হাল আমার।
পিটীয়া পিঠের খাল নিয়াছে মেথর॥
ঝাঁঠার বিষম চোট্ সহিয়া পরাণে।
তোমায় দেখিতে তবু ছিলাম এখানে॥
পুনরায় দেখ বাবা সিপাহীর কাম॥
রুলের পিটায় অঙ্গ ফুলিছে তামাম॥
ঐ দেখ দারোগায় নির্দ্দয় হইয়া।
কথার প্রহার করি গিয়াছে চলিয়া॥

সাজার উপর সাজা না যায় সহন।
কাটা ঘাও পরে যেন মাখিছে লবণ॥
কান্দিয়া উঠিল শাহা শুনি সেই দুঃখ।
নয়নের জল স্রোতে ভাসি গেল বুক॥
মাথে বুকে হাত মারি করিয়া রোদন।
ফকিরের সাথে শাহা করে আলিঙ্গন॥
হাতে হাত দিয়া শাহা মিলাইয়া গলে।
বিনয়ে ফকির সাথে এই মত বলে॥
রায়তের ঘরে ঘরে খবর লইতে।
খোদা মোরা পাঠাইয়া দিয়াছে জগতে॥
প্রভুর কৃপায় আমি সুলতান হইয়া।
এতিম মিস্কিন প্রতি না দখি ফিরিয়া॥
আল্লার মেহেরে আমি বাদশাই পাইয়া।
গরিব দুঃখীর কথা রয়েছি ভুলিয়া॥
হে বাবা ফকির মোর আদরের ধন।
সহিছ কঠোর জ্বালা আমার কারণ॥
খোদা মোরে পাঠাইছে তোমায় দেখিতে।
আসিয়াছ আজি তুমি আমায় দেখিতে॥
ওহে বাবা অপরাধ করিয়া মার্জ্জনা।
তাপিত অন্তর মোর করহে সান্ত্বনা॥
কাঁদিও না আর সখে চল মম ঘর।
আজি হ'তে নিব আমি তোমার খবর॥

আজীবন তরে আমি তালাস লইব।
তোমার খেদমত আমি হামেশা করিব ॥
ইহা বলি জেব হ'তে রুমাল লইয়া।
ফকিরের চক্ষু জল দিলেন মুছিয়া ॥
শরীরের ধূলা যত যতনে ঝাড়িয়া।
বহুমূল্য বস্ত্র আনি দেন পরাইয়া ॥
বহুতর শান্তাইয়া মন প্রাণ দিয়া।
আপন সঙ্গেতে নিল গাড়ীতে তুলিয়া ॥
মৃগয়া হইতে যবে পৌঁছিল আসিয়া।
ফকিরের সাথে কহে বিনয় করিয়া ॥
যাবত জীবন থাক আমার বাড়ীতে।
বালাখানা রহিয়াছে তোমায় থাকিতে ॥
দারা সুত রাজ্য ধন সকল হইতে।
প্রণয় বাড়িল বেশী ফকিরের সাথে ॥
এথায় নকল শেষ হইল যখন।
উচিত মেছাল বুঝে লইবে এখন ॥
পবিত্র ইস্‌লাম হয় মেছাল ফকির।
একে একে লিখি যাই তাহার জিকির ॥
যেই ইস্‌লামের সেবা করিবার তরে।
এসেছিল জিন জাতি দুনিয়া ভিতরে ॥
হজরত আদম হ'তে যত নবীগণ।
আসিলেন ইস্‌লামের সেবার কারণ ॥

যেই ইস্‌লামের হেতু খোদার খলিল।
নমরুদের মহানলে পতিত হইল ॥
যেই ইস্‌লামের তরে ইসা নবিবর।
কাফের কর্ত্তৃক দুঃখ পান বহুতর ॥
যেই ইসলামের হেতু হজরত রছুল।
ছাড়িয়া মক্কার মায়া মদিনা কবুল ॥
যেই ইস্‌লামের জন্য কাফের সমরে।
শহিদ হইল দন্ত ওহদ প্রান্তরে ॥
আল্লার স্নেহের সেই ইসলাম রতন।
যেমন মানব হয় তেমনি যতন ॥
মেথর প্রকৃতি রাখে যে দুর্ভাগা জন।
মোসলমানী কাজে সদা ক্রোধে উচাটন
পবিত্র ইস্‌লামে করে কত অত্যাচার।
ইস্‌লাম কেমন ধন করে না বিচার ॥
কোরাণ হাদিস বাণী জানে সদা মন্দ।
শেরেক হারামখুরী করিল পছন্দ ॥
মধুর ধর্ম্মের বাক্যে চক্ষু লাল করে।
শরার বিরুদ্ধ কাজে হাতে তালি মারে ॥
এ সকল লোক ঠিক মেথর আকার।
ইস্‌লাম তাদের কাছে ফকির লাচার ॥
সিপাহী প্রকৃতি রাখে যেই মোসলমান।
ইস্‌লামের কাজে তার জ্বলে দেহ প্রাণ

বড় সাধ মনে ছিল বাদশা দেখিবার।
পূরিল জীবন তরে মানস আমার॥
ফকিরের সাথে শাহা করি আলাপন।
তথা হ'তে চলিলেন শিকার কারণ॥
ফকির আনন্দ মনে বলিলেন এয়ছা।
আয় বাবা তোম্ যেয়ছা তোম্ যেয়ছা॥
এই কথা শুনা মাত্র গাড়ী ফিরাইয়া।
ফকির নিকটে শাহা পৌঁছেন আসিয়া॥
গাড়ী হ'তে তাড়াতাড়ি নামি জিজ্ঞাসেন।
কহ বাবা এই কথা বল কি কারণ॥
এই কথার ভেদ যদি না বলিবে তুমি।
কখনও এথা হইতে না যাইব আমি॥
ফকির বাদশার কথা ঠেলিতে নারিয়া।
কান্দিয়া সকল হাল কহে বিবরিয়া॥
দেখ দেখ ওহে বাদ্‌শা যে হাল আমার।
পিটীয়া পিঠের খাল নিয়াছে মেথর॥
ঝাঠার বিষম চোট্ সহিয়া পরাণে।
তোমায় দেখিতে তবু ছিলাম এখানে॥
পুনরায় দেখ বাবা সিপাহীর কাম॥
রুলের পিটায় অঙ্গ ফুলিছে তামাম॥
ঐ দেখ দারোগায় নির্দ্দয় হইয়া।
কথার প্রহার করি গিয়াছে চলিয়া॥

সাজার উপর সাজা না যায় সহন।
কাটা ঘাও পরে যেন মাখিছে লবণ॥
কান্দিয়া উঠিল শাহা শুনি সেই দুঃখ।
নয়নের জল স্রোতে ভাসি গেল বুক॥
মাথে বুকে হাত মারি করিয়া রোদন।
ফকিরের সাথে শাহা করে আলিঙ্গন॥
হাতে হাত দিয়া শাহা মিলাইয়া গলে।
বিনয়ে ফকির সাথে এই মত বলে॥
রায়তের ঘরে ঘরে খবর লইতে।
খোদা মোরা পাঠাইয়া দিয়াছে জগতে॥
প্রভুর কৃপায় আমি সুলতান হইয়া।
এতিম মিস্কিন প্রতি না দখি ফিরিয়া॥
আল্লার মেহেরে আমি বাদশাই পাইয়া।
গরিব দুঃখীর কথা রয়েছি ভুলিয়া॥
হে বাবা ফকির মোর আদরের ধন।
সহিছ কঠোর জ্বালা আমার কারণ॥
খোদা মোরে পাঠাইছে তোমায় দেখিতে
আসিয়াছ আজি তুমি আমায় দেখিতে॥
ওহে বাবা অপরাধ করিয়া মার্জ্জনা।
তাপিত অন্তর মোর করহে সান্ত্বনা॥
কাঁদিও না আর সখে চল মম ঘর।
আজি হ'তে নিব আমি তোমার খবর॥

আজীবন তরে আমি তালাস লইব।
তোমার খেদমত আমি হামেশা করিব ॥
ইহা বলি জেব হ'তে রুমাল লইয়া।
ফকিরের চক্ষু জল দিলেন মুছিয়া ॥
শরীরের ধূলা যত যতনে ঝাড়িয়া।
বহুমূল্য বস্ত্র আনি দেন পরাইয়া ॥
বহুতর শান্তাইয়া মন প্রাণ দিয়া।
আপন সঙ্গেতে নিল গাড়ীতে তুলিয়া ॥
মৃগয়া হইতে যবে পৌছিল আসিয়া।
ফকিরের সাথে কহে বিনয় করিয়া ॥
যাবত জীবন থাক আমার বাড়ীতে।
বালাখানা রহিয়াছে তোমায় থাকিতে ॥
দারা সুত রাজ্য ধন সকল হইতে।
প্রণয় বাড়িল বেশী ফকিরের সাথে ॥
এথায় নকল শেষ হইল যখন।
উচিত মেছাল বুঝে লইবে এখন ॥
পবিত্র ইস্‌লাম হয় মেছাল ফকির।
একে একে লিখি যাই তাহার জিকির ॥
যেই ইস্‌লামের সেবা করিবার তরে।
এসেছিল জিন জাতি দুনিয়া ভিতরে ॥
হজরত আদম হ'তে যত নবীগণ।
আসিলেন ইস্‌লামের সেবার কারণ ॥

যেই ইস্‌লামের হেতু খোদার খলিল।
নম্‌রুদের মহানলে পতিত হইল॥
যেই ইস্‌লামের তরে ইসা নবিবর।
কাফের কর্ত্তৃক দুঃখ পান বহুতর॥
যেই ইসলামের হেতু হজরত রছুল।
ছাড়িয়া মক্কার মায়া মদিনা কবুল॥
যেই ইস্‌লামের জন্য কাফের সমরে।
শহিদ হইল দন্ত ওহদ প্রান্তরে॥
আল্লার স্নেহের সেই ইসলাম রতন।
যেমন মানব হয় তেমনি যতন॥
মেথর প্রকৃতি রাখে যে দুর্ভাগ' জন।
মোসলমানী কাজে সদা ক্রোধে উচাটন॥
পবিত্র ইস্‌লামে করে কত অত্যাচার।
ইস্‌লাম কেমন ধন করে না বিচার॥
কোরাণ হাদিস বাণী জানে সদা মন্দ।
শেরেক হারামখুরী করিল পছন্দ॥
মধুর ধর্ম্মের বাক্যে চক্ষু লাল করে।
শরার বিরুদ্ধ কাজে হাতে তালি মারে॥
এ সকল লোক ঠিক মেথর আকার।
ইস্‌লাম তাদের কাছে ফকির লাচার॥
সিপাহী প্রকৃতি রাখে যেই মোসলমান।
ইস্‌লামের কাজে তার জ্বলে দেহ প্রাণ॥

দারোগা প্রকৃতি রাখে যেই বন্ধুগণ।
অবশ্য জানিবে তারা ইস্‌লাম তেমন ॥
উজিরের স্বভাব সত্য রাখিবে যাহারা।
ইস্‌লাম মানিবে নিত্য তেমনি তাহারা ॥
বাদশার খেয়াল রাখে যেই মহাজন।
ইস্‌লামের কথা শুনে মজাইবে মন ॥
ধাৰ্ম্মিক আলেম সাথে রাখিয়া মমতা।
ইস্‌লাম কালাম শুনে নোয়াঁইয়া মাথা ॥
বালাখানা পেয়েছিল ফকির তথায়।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে দেখ হে এথায় ॥
বাদশার স্বভাব ভাই হইবে যাহার।
ইস্‌লামের বালাখানা হৃদয় তাহার ॥

তাই বলি—

পবিত্র কোরাণ আর হাদিস শরিফ।
এই দুই কায় মনে ধরহে হরিফ ॥
আর সবে একতায় আবদ্ধ হইয়া।
আরবী ইংরেজী বাংলা ধর হে আঁটিয়া ॥
তা হ'লেই সমাজের তমো বিদূরিয়া।
উদিবে উন্নতি রবি হাসিয়া হাসিয়া ॥

সমাপ্ত।